প্রকাশনার ৮৪ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ২৮ ◆ ১১ - ১৭ আগস্ট, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

প্রাত্যহিক জীবনে মৌলিক অধিকারের চর্চা: ভিত্তি বাংলাদেশ সংবিধান

ন্যায্যতা, শৃঙ্খলা, সুশাসন ও শান্তির প্রত্যাশায় বাংলাদেশ

শিক্ষার পতন-জাতির পতন

বোনের স্বর্গধামে যাত্রার ৯ বছর
মা'র স্বর্গধামে যাত্রার ৫ বছর

প্রয়াত চিত্রা কস্তা
জন্ম: ৬ অক্টোবর, ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৮ আগস্ট, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ
আমেরিকা

প্রয়াত নীলু এথেল কস্তা
জন্ম: ১৭ জানুয়ারি, ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১৭ আগস্ট, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
তিরিয়া, নাগরী ধর্মপল্লী

বছরের মাসগুলো কেমন করে যেন ক্যালেন্ডার থেকে সরে গিয়ে তোমাদের হারানোর মাসটা আমাদের ফোকাস করে। ৮ আগস্ট আর ১৭ আগস্ট তারিখ ২টা যেন সীলমোহর হয়ে আছে ক্যালেন্ডারের পাতায়। এক কথায় শোকের মাস। দিন-ক্ষণ যেন শেষ হয় না। অনেক কষ্ট, অনেক ব্যথা। কেমন আছো **মা**। কেমন আছিস্ বোন **চিত্রা**। তোমরা কতই না আপন ছিলে। কিন্তু **মৃত্যু** শব্দটা সব তছনছ্ করে দিয়েছে। কেন এই ক্ষনিক্ষের পৃথিবীতে মানুষ পরিবার গঠন করে। কেন ছেড়ে চলে যায়, কোথায় চলে যায় এসব হাজার প্রশ্নে আর নিজেকে সামলাতে পারি না। এত মায়া, মমতা, ভালোবাসার ডোরে কেন বেঁধেছিলে। এ দুনিয়া অনেক কঠিন। রেখে যাওয়া মানুষগুলোর কষ্টও বিশাল। তোমাদের অনেক ভালোবাসি। তোমরা বেঁচে থাকতে অনেক কিছু বুঝি নাই। আমাদের ক্ষমা করো **মা আর বোন**। তোমরা অনেক বড় মনের মানুষ ছিলে। তোমরা পিতার রাজ্যে ভালো থেকো আর আমাদের জন্য অনেক আশীর্বাদ আর প্রার্থনা করো। তোমাদের **৯ম** আর **৫ম** মৃত্যুবার্ষিকীতে তোমাদের জন্য রইল অনেক শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, আদর আর অনেক প্রার্থনা। প্রার্থনা করি পিতা যেন তোমাদের স্বর্গে স্থান দেন। এই প্রার্থনায় –

তোমাদের আদরের —
চন্দ্রা, চন্দন, চঞ্চল, চামিলি, চুমকী ও পরিবারবর্গ।

বিজ্ঞ/১৭৫/২৪

তোমরা ছিলে, আছো এবং থাকবে মোদের হৃদয় মাঝারে

আগ্নেশ রোজারিও
জন্ম : ৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৯ আগস্ট, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ
দক্ষিণ পানজোরা, নাগরী ধর্মপল্লী

ক্লেমেন্ট গমেজ
জন্ম : ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২ ফেব্রুয়ারি, ২০১০ খ্রিস্টাব্দ
দক্ষিণ পানজোরা, নাগরী ধর্মপল্লী

এ বিশ্ব জগত সংসারে তোমাদের উপস্থিতিতে আমরা ছিলাম শান্তিতে স্বস্তিতে ও স্নেহাশ্রয়ে। সময়ের আবর্তে শত কর্মব্যস্ততায় কেটে গেছে বেশ কয়েকটা বছর। **মা ও বাবা** যেদিন আমাদের কাঁদিয়ে সব ভাইবোনকে শোক সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে তোমরা চলে গেলে পরম পিতার কোলে। মা ও বাবা তোমরা আমাদের কাছে নেই, তবুও মনে হয় এইতো সেদিন তোমরা আমাদের মাঝে ছিলে হাসি আনন্দে। জান মা-বাবা মাঝে মাঝে মনে হয় যদি একটু তোমাদের স্নেহ, আদরের ছায়ায় যেতে পারতাম খুবই তৃপ্তি পেতাম। মা ও বাবা তোমাদের খুব miss করি।

আশীর্বাদ কর মা ও বাবা আমরা যেন তোমাদের আদর্শ, প্রার্থনাময়তা, আন্তরিকতা, নম্রতা, দয়া ও ত্যাগস্বীকার ও কঠোর কর্মময় জীবন অনুসরণ করে সকল কাজে পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারি।
পরম পিতার কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন তোমাদের অনন্ত শান্তি দান করেন।

পরিবারের পক্ষে —

মেয়ে ও মেয়ে জামাই	:	পুষ্প-প্রয়াত অমিয়, জয়ন্তী-কর্নেল
ছেলে ও ছেলে বউ	:	সুবাস-সবিতা, বিলাস-স্বপ্না, রিচার্ড-ইভা
ছেলে	:	ব্রাদার প্রদীপ প্লাসিড গমেজ সিএসসি
নাতি-নাতনী	:	সীমা, লিমা, লিজা, পরিনীতা, অমিত, শিভন, জেইডেন, তনয়, মিশেল, সুইডেন ও স্তুতি

বিজ্ঞ/১৭৬/২৪

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৪, সংখ্যা : ২৮
১১ আগস্ট - ১৭ আগস্ট, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
২৭ শ্রাবণ - ০২ ভাদ্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
সজল মেলকম বালা
যোসেফ ইভান্স গমেজ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম
সাম্য টলেন্টিনু

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের পথ বেয়ে নতুন বাংলাদেশের প্রত্যাশায়

আরও একবার বাংলাদেশের ছাত্ররা দেশ ও বিশ্বকে জানিয়ে দিলো ছাত্রদের শক্তি কতটা প্রবল। জোর-জুলুম, নির্যাতন-নিষ্পেষণ, হত্যা-গুম কোন কিছুই তাদেরকে দাবিয়ে রাখতে পারে না। কোটা নয় মেধাই হবে যোগ্যতার ভিত্তি বিষয়টিকে প্রতিপাদ্য করে কোটা সংস্কারের যৌক্তিক দাবির ছাত্র আন্দোলনই পরবর্তীতে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে রূপ নেয়। সে আন্দোলনে ছাত্র-জনতা অনেকেই অংশ নেয়। আর এতে আন্দোলনের গতি তীব্রতর হয়। একপর্যায়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন পরিণত হয় সরকার পতনের এক দফা দাবিতে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সাবেক সরকার অতিরিক্ত বল প্রয়োগের নীতি এবং আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তার জন্য সেনা মোতায়েন করে কার্ফু জারি করে। অফিস-আদালতে ঘোষণা করা হয় সাধারণ ছুটি। তবে সার্বিক পরিবেশ-পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না এলে ছাত্র-জনতার আন্দোলন রূপ নেয় গণঅভ্যুত্থানে। এরই একপর্যায়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করে দেশ ত্যাগ করেন গত সোমবার ৫ আগস্ট।

শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর দেশে একটি রাজনৈতিক পরিবর্তন হয়ে গেল। বিগত কয়েক সপ্তাহের আন্দোলন প্রতিবাদ প্রতিরোধের ফসল এই পরিবর্তন। আবারো প্রমাণ হলো জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। আন্দোলনে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ ছিল বলেই এতো তাড়াতাড়ি পরিবর্তন আসলো। তবে দুঃখজনক হলো, এই পরিবর্তন আনতে গিয়ে অনেক জীবন ঝরে গেলো। এমনকি নিরীহ শিশু ও কিশোররাও বাদ পড়েনি মৃত্যু থেকে। এই আন্দোলনে যারা (আন্দোলনকারী, নিরীহ শিশু, কিশোর, পথচারী, প্রশাসনের লোক) মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের আত্মার চিরশান্তি কামনা করি এবং শোকার্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনাসহ প্রার্থনা।

বৈষম্যবিরোধী এ আন্দোলন শুধুমাত্র সরকার পতনে সীমাবদ্ধ থাকবে তা নয়; তা আমাদের সকলের প্রাত্যহিক জীবনেই কার্যকরী করা দরকার। পরিবারে ও সমাজে নারী-পুরুষে বৈষম্য থাকা বাঞ্চনীয় নয়। বৈষম্যবোধ আমাদের মধ্যে বিভেদ, দলাদলি, ভাগাভাগি সৃষ্টি করে আমাদেরকে দুর্বল করে দেয়। শিশুদের পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাতেও যেন বৈষম্যবিরোধী মনোভাব থাকে। সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় পদ্ধতিগত কোন বৈষম্য থাকলে তার প্রতিবাদ করার সাহস রাখতে হবে। ছাত্রদের কোটা সংস্কার আন্দোলন রাষ্ট্রের কাঠামোগত বৈষম্য সম্পর্কে তাদের সচেতনতারই বহিঃপ্রকাশ। তা দূর করার প্রচেষ্টাতে যে অনমনীয় মনোভাব দেখিয়েছে তা চলমান থাকলে আমাদের দেশ নতুনভাবে আত্মপ্রকাশ করবে।

সময় ও বিশ্ব বাস্তবতার ইতিবাচক পরিবর্তনে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশও পরিবর্তিত হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ইতোমধ্যে দেশে কাঙ্খিত একটি পরিবর্তন এসেছে। তবে লক্ষ্য করা গেছে, পরিবর্তিত সময় ও পরিস্থিতির সুযোগে কিছু মানুষ দেশের জাতীয় সংসদে প্রবেশ করেছে, গণভবনে ও প্রধান বিচারপতির বাসভবনে ঢুকে ভাঙচুর ও লুটপাট করেছে। এছাড়াও বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় স্থাপনা ভাঙচুর, পুলিশের উপর হামলা ও থানা পুড়িয়ে দেওয়া, আওয়ামীলীগের বাড়ি ও প্রতিষ্ঠানে হামলা, বিভিন্নস্থানে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন ও ভয়-ভীতি প্রদর্শন চলছে। নারায়নগঞ্জের মদনপুর এলাকায় খ্রিস্টানদের অস্থায়ী উপাসনালয়ে আগুন দেওয়া হয়েছে এবং পুরাতন ঢাকার লক্ষীবাজারের সেন্ট গ্রেগরীজ স্কুল এণ্ড কলেজে দুর্বৃত্তরা কিছুটা ভাঙচুর করেছে। এ দৃশ্যগুলো আমাদেরকে শঙ্কিত করে যে আমরা পুরনো সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে চাই না বা ভালো ধারাতে পরিবর্তিত হতে চাইনা। আমরা বুঝতে পারি, অনেকের মধ্যে দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ উপরোক্ত অপকর্মগুলো। কিন্তু সরকারের পরিবর্তন আর রাষ্ট্রকে অকার্যকর করে ফেলা এক কথা নয়। সকলকেই মনে রাখতে হবে, সরকার পরিবর্তিত হবে কিন্তু সরকারী সম্পদ দেশের সম্পদ। তার রক্ষা ও যত্ন নেওয়া আমাদের সকলের দায়িত্ব। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী ও পরিচ্ছন্নতা কর্মীবাহিনীর অনুপস্থিতিতে আন্দোলনকারীরা যেভাবে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যানজট নিরসন, রাস্তাঘাট পরিষ্কারকরণ ও নিরাপত্তাদানে কাজ করছেন তা জাতির জন্য আশাপ্রদ।

১৫ আগস্ট বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী। সময়ের বাস্তবতায় বিভিন্ন স্থানে তাঁর মূর্তি ভেঙ্গে বা ছবি পুড়িয়ে আমরা তাঁকে ছোট করছি না, জাতি হিসেবে আমরা নিজেদেরকেই ছোট করছি। এমন অপকর্ম থেকে বিরত থেকে শ্রদ্ধা-সম্মানের সংস্কৃতি গড়ে তুলে যার যা প্রাপ্য সম্মান তা প্রদান করি। তবেই আমরা বড় হতে পারবো। †

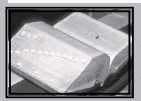

" যিশু তাদের বললেন, ' আমিই সেই জীবন-রুটি : যে কেউ আমার কাছে আসে, তার আর কখনও ক্ষুধা পাবে না, আর যে কেউ আমার প্রতি বিশ্বাস রাখে, তার আর কখনও তেষ্টা পাবে না।" (যোহন ৬ : ৩৫)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

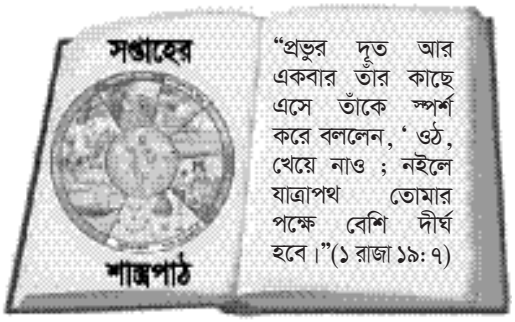

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১১ আগস্ট - ১৭ ভাদ্র, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

১১ আগস্ট, রবিবার
১ রাজা ১৯: ৪-৮, সাম ৩৪: ১-৮, এফে ৪: ৩০--৫: ২, যোহন ৬: ৪১-৫১

১২ আগস্ট, সোমবার
সাধ্বী যোহান্না ফ্রান্সিস্কা দ্য শাঁতাল, সন্ন্যাসব্রতী
এজে ১: ২-৫, ২৪-২৮, সাম ১৪৮: ১-২, ১১-১৪, মথি ১৭: ২২-২৭

১৩ আগস্ট, মঙ্গলবার
সাধু পন্‌সিয়ানুস, পোপ এবং **সাধু হিপ্পোলিটুস,** যাজক, সাক্ষ্যমরণ
এজে ২: ৮---৩: ৪, সাম ১১৯: ১৪, ২৪, ৭২, ১০৩, ১১১, ১৩১, মথি ১৮: ১-৫, ১০, ১২-১৪

১৪ আগস্ট, বুধবার
সাধু ম্যাক্সিমিলিয়ান কল্‌বে, যাজক ও সাক্ষ্যমর, *স্মরণদিবস*
এজে ৯: ১-৭, ১০, ১৮-২২, সাম ১১৩: ১-৬, মথি ১৮: ১৫-২০

১৫ আগস্ট,বৃহস্পতিবার
এজে ১২: ১-১২, সাম ৭৮: ৫৬-৬২, মথি ১৮: ২১---১৯: ১

১৬ আগস্ট, শুক্রবার
হাঙ্গেরীর সাধু স্তেফান
এজে ১৬: ১-১৫, ৬০, ৬৩ (বা ১৬: ৫৯-৬৩), সাম ইসা ১২: ২-৬, মথি ১৯: ৩-১২

১৭ আগস্ট, শনিবার
ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্মরণে খ্রীষ্টযাগ
এজে ১৮: ১-১০, ১৩, ৩০-৩২, সাম ৫১: ১০-১৩, ১৬-১৭, মথি ১৯: ১৩-১৫ অথবা
ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন, *মহাপর্ব*
১ বংশা ১৫: ৩-৪, ১৫-১৬; ১৬: ১-২, সাম ১৩২: ৮-৯, ১৩-১৪, ১ করি ১৫: ৫৪-৫৭, লুক ১১: ২৭-২৮

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১১ আগস্ট, রবিবার
+ ১৯৪৫ সি. এম. ইউফ্রেজিয়া গ্রিফিন, সিএসসি
+ ১৯৬০ ফা. বেনিতো রোতা, এসএক্স (খুলনা)
+ ২০০১ সি. মেরী বার্ণার্ড, এমসি (ঢাকা)

১২ আগস্ট, মঙ্গলবার
+ ১৯৬০ ব্রা. যোসেফ কিসুম (দিনাজপুর)

১৩ আগস্ট, মঙ্গলবার
+ ১৯৪৩ সি. এম. কলম্বা ক্ল্যাসি, সিএসসি
+ ১৯৮০ ফা. চেস্টার স্লাইডার, সিএসসি (ঢাকা)

১৪ আগস্ট, বুধবার
+ ১৯৭২ ফা. আঞ্জেলো মাজ্জোনি (দিনাজপুর)
+ ২০১৫ সি. মেরী কণিকা, এসএমআরএ (ঢাকা)

১৫ আগস্ট,বৃহস্পতিবার
+ ১৯৯৮ সি. ডামিয়েন বুশের, সিএসসি

১৬ আগস্ট, শুক্রবার
+ ১৯৩৮ সি. এম. রোজ বার্ণার্ড গেরিং, সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৩৯ ব্রা. ওয়াল্টার জে. রেমলিঙ্গার, সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৭১ ফা. যাকোব এ. কস্তা (ঢাকা)
+ ১৯৮৬ সি. স্ট্যানিসলাস, এমসি

১৭ আগস্ট, শনিবার
+ ১৯৮৬ সি. এমি সেন্ট-জার্মেইন, সিএসসি
+ ১৯৯৯ ব্রা.আকুইলা লেনিয়েল, সিএসসি (চট্টগ্রাম)

তৃতীয় খণ্ড
খ্রীষ্টে আশ্রিত জীবন

১৭৮১ সম্পাদিত ক্রিয়ার দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করতে বিবেক একজনকে সক্ষম করে তোলে। মানুষ যদি কোন মন্দ করে, তাহলে বিবেকের ন্যায় বিচারবোধ, মঙ্গলের চিরন্তন সত্যের সাক্ষী হয়ে, তার অন্তরে বিদ্যমান থাকতে পারে; একই সময়ে তার নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তের মন্দতাও তার অন্তরে বিরাজ করতে পারে। বিবেকী বিচারের রায় তখন আশা ও অনুগ্রহের অঙ্গীকার হিসেবে অবস্থান করে। কৃত অপরাধের সত্যতা যাচাই ক'রে বিবেক মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয় সেই ক্ষমা যা তাকে যাচঞা করতে হবে, সেই মঙ্গল যার অনুশীলন তাকে করতে হবে, এবং সেই ধার্মিকতা যা ঈশ্বরের অনুগ্রহদানের শক্তিতে অবিরাম সাধনা করতে হবে :

"তাই তাঁর সম্মুখে আমাদের হৃদয়কে আশ্বস্ত করতে পারব - আমাদের হৃদয় যে বিষয়ে আমাদের দোষী সাব্যস্ত করুক না কেন - কারণ ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ের চেয়ে মহান, আর তিনি সবই জানেন।"

১৭৮২ বিবেক অনুসারে ও স্বাধীনভাবে ক্রিয়া সম্পাদন করার অধিকার মানুষের আছে যাতে সে ব্যক্তিগতভাবে নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। "বিবেকের বিরুদ্ধে কিছু করতে তাকে বাধ্য করা যাবে না। আবার বিবেক অনুযায়ী কাজ করা থেকে তাকে বিরতও করা যাবে না, বিশেষ করে ধর্মীয় ব্যাপারে।"

॥ খ ॥ বিবেকের গঠন

১৭৮৩ বিবেককে অবশ্যই তথ্য জানতে হবে এবং নৈতিক বিচারকে আলোয় উদ্ভাসিত করতে হবে। সুগঠিত বিবেক ন্যায়পরায়ণ ও সত্যবাদী। বিবেক, বুদ্ধিশক্তির দ্বারা, সৃষ্টিকর্তার প্রজ্ঞা দ্বারা ইপ্সিত প্রকৃত মঙ্গল অনুসারে, তার বিচারের রায় প্রণয়ন করে। মানুষের জন্য বিবেকের শিক্ষা অপরিহার্য, কারণ তারা নেতিবাচক প্রভাবের শিকার হয়ে ও পাপের দ্বারা প্রলুব্ধ হয়ে, নিজেদের সিদ্ধান্ত অনুসারে চলতে ও কর্তৃপক্ষের শিক্ষা অস্বীকার করতে বেশী পছন্দ করে।

১৭৮৪ বিবেকের শিক্ষা সারা জীবনেরই একটি কাজ। জীবনের প্রাথমিক বছরগুলো থেকে, বিবেকের শিক্ষা শিশুকে, বিবেক-দ্বারা চেনা সেই আভ্যন্তরীণ নিয়ম সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করতে এবং তার অনুশীলন করতে সজাগ করে। সবিবেচনায় গঠন সদ্‌গুণ শিক্ষা দেয়; ভয়-ভীতি, স্বার্থপরতা ও অহঙ্কার, অপরাধবোধজনিত বিদ্বেষভাব, এবং আত্মতৃপ্তির অনুভূতি, ইত্যাদি যা মানুষের দুর্বলতা ও অপরাধ থেকে জন্ম নেয়, তা বিবেক প্রতিরোধ ও নিরাময় করে। বিবেকের শিক্ষা স্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত করে এবং অন্তরে শান্তি উৎসারিত হয়।

১৭৮৫ বিবেক গঠনের জন্য ঈশ্বরের বাণী হল আমাদের চলার পথে আলো; ধর্মবিশ্বাস ও প্রার্থনায় আমাদের তা আপন করে নিতে হবে, এবং বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে। প্রভুর ক্রুশের সামনে আমাদের বিবেককে পরীক্ষা করতে হবে। আমরা পবিত্র আত্মার দান দ্বারা সাহায্য লাভ করি, অন্যদের সাক্ষ্য অথবা পরামর্শ দ্বারা সহায়তা লাভ করি,দ্বারা নির্দেশিত হই।

॥ গ ॥ বিবেক অনুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ

১৭৮৬ নৈতিক সিদ্ধান্তের সম্মুখীন হয়ে, বিবেক, যুক্তিবুদ্ধি ও ঐশবিধানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সঠিক বিচার করতে পারে; অথবা তার বিপক্ষে, সে আবার ভ্রান্ত বিচারও করতে পারে।

১৭৮৭ মানুষ কখনও কখনও এমন অবস্থার সম্মুখীন হয় যখন তার নৈতিক বিচার ততটা নিশ্চিত না এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাটা তার জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। তদসত্ত্বেও তাকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে সত্য ও মঙ্গলেরই অন্বেষণ করতে হবে এবং ঐশবিধানে প্রকাশিত ঈশ্বরের ইচ্ছাকে অবধারণ করতে হবে।

ন্যায্যতা, শৃঙ্খলা, সুশাসন ও শান্তির প্রত্যাশায় বাংলাদেশ

পৃথিবীর প্রতিটি দেশ, জাতির মানুষ তার ন্যায্য অধিকার নিয়ে স্বাধীনভাবে, শান্তিতে বসবাস করতে চায়। যখনই কোন অশুভশক্তি, অপশক্তি, অন্যায়, অবিচার, শোষকশ্রেণী তাদের পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রাখতে চায় বা তার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে চায় তখনই তারা স্বোচ্চার হয়ে ওঠে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। বাঙালী জাতিও তার ব্যতিক্রম নয়। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬২ ও ৬৪ খ্রিস্টাব্দের শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন, ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের ছয় দফার আন্দোলন, ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দের ১১ দফার আন্দোলন, ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০-এর নির্বাচন, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মুক্তিযুদ্ধ, ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন এবং সর্বশেষ ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের কোটা সংস্কার/ বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে হাসিনা সরকারের পদত্যাগে ছাত্রসমাজের ভূমিকা অপরিসীম। প্রতিটি আন্দোলনেই ছাত্রসমাজ এগিয়ে এসেছে অদম্য সাহস নিয়ে ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে। বিশেষ করে ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে ন্যায্যতা দাবি করে যে স্বাধীনতা এনেছে তা বিরাজমান রাখতে প্রয়োজন শৃঙ্খলা ও সুশাসন। বাংলাদেশের আপামর জনগণও চাচ্ছে দেশ হয়ে ওঠুক সকলের অংশগ্রহণে, অধিকার ও দায়িত্ব পালনে আমাদের সম্প্রীতি, সংহতি ও শান্তির দেশ। বিভিন্ন দৈনিক সংবাদপত্রের তথ্য ও খবর একসাথে সন্নিবেশিত করে সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর বিশেষ প্রতিবেদন ন্যায্যতা, শৃঙ্খলা, সুশাসন ও শান্তির প্রত্যাশায় বাংলাদেশ। লিখেছেন সজল মেলকম বালা।

বাংলাদেশে কোটা সংস্কার নিয়ে বিগত বেশ কয়েক বছর যাবৎ বেশ বিতর্ক হচ্ছে। তবে কোটা কি? তা নিয়ে আমাদের অনেকেরই অস্পষ্টতা আছে। কোটা হচ্ছে ক্ষতিপূরণ নীতির অংশ (Compensatory principle), যা চাকরির ক্ষেত্রে মেধার নীতিকে বাদ দিয়ে ক্ষতিপূরণ নীতি অনুসরণ করে করা হয়। আর এ কোটা কেবল চাকরির ক্ষেত্রে হবে এমন নয়, শিক্ষার ক্ষেত্রে, প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষেত্রে, এমনকি কোনও কোনও দেশে সামরিক বাহিনীতে জোয়ান নিয়োগের ক্ষেত্রেও করা হয়।

দেশে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে কোটা চালু করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ৫ ডিসেম্বর তৎকালীন সংস্থাপন সচিবের এক নির্বাহী আদেশে কোটা পদ্ধতি প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। ২০১৮ পর্যন্ত বাংলাদেশে সরকারি চাকরিতে ৫৬ শতাংশ কোটা প্রচলিত ছিল। তবে ওই বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোটা বিরোধী ব্যাপক আন্দোলন হয়। তার প্রেক্ষিতে নবম থেকে ত্রয়োদশ গ্রেড পর্যন্ত চাকরির ক্ষেত্রে কোটা ব্যবস্থা পুরোপুরি বাতিল করে দেয় সরকার। তার আগে এসব পদে চালু থাকা কোটার মধ্যে মুক্তিযোদ্ধা ৩০ শতাংশ (ছেলে- মেয়ে ও নাতি-নাতনি); নারী ১০ শতাংশ; জেলা কোটা ১০ শতাংশ ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জন্য ৫ শতাংশ। এই ৫৫ শতাংশ কোটায় পূরণযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সেক্ষেত্রে ১ শতাংশ পদে প্রতিবন্ধী নিয়োগের বিধান রয়েছে। কিন্তু এ কোটা নীতির মধ্যে সবচেয়ে আলোচনা হচ্ছে মুক্তিযোদ্ধা কোটা নিয়ে কারণ এটি পরিমাণে অনেক বেশি বলে মনে করছেন কেউ কেউ। দেখা যায়, কোটা ব্যবস্থায় মেধাবীরা চাকরি পাননা। মেধাবীদের মূল্যায়ন করা হয় না। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক সহ অন্য প্রতিষ্ঠানে একই অবস্থা দেখা যায়।

কোটা আন্দোলনের শুরু: ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ থেকে চালু হওয়া কোটা ব্যবস্থার সংস্কারের দাবিতে চাকরি প্রত্যাশী ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের নেতৃত্বে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি থেকে ধারাবাহিকভাবে বিক্ষোভ এবং মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে। লাগাতার আন্দোলনে সাধারণ শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের ফলে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির সরকারি চাকরিতে ৪৬ বছর ধরে চলা কোটাব্যবস্থা বাতিল ঘোষণা করে সরকার। পরবর্তীতে ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে বাংলাদেশ হাইকোর্ট বাতিলকৃত কোটা পুনরায় বহাল করে। যার ফলে পুনরায় আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। চলতি বছরের ৫ জুন সরকারি দপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত ও আধাস্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন করপোরেশনের চাকরিতে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে (নবম থেকে ১৩তম গ্রেড) মুক্তিযোদ্ধা কোটা বাতিলের পরিপত্র অবৈধ ঘোষণা করে রায় দেন আদালত। এর পরদিন পরিপত্র বাতিলের প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীদের ব্যানারে বিক্ষোভ সমাবেশ করেন শিক্ষার্থীরা। মূলত এ দিনেই কোটা সংস্কারের দাবিতে শিক্ষার্থীদের দ্বিতীয় দফা আন্দোলনের বীজ বপন হয়।

চলমান কোটা আন্দোলন: শুরুতে আন্দোলন সভা-সমাবেশের মধ্যে স্থির থাকলেও ১৪ জুলাই সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার এক বক্তব্যে কোটা আন্দোলনকারীদের "রাজাকারের নাতি-পুতি" হিসেবে অভিহিত করেন। ঐ মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা ব্যঙ্গ করে "তুমি কে? আমি কে? রাজাকার, রাজাকার; কে বলেছে? কে বলেছে? স্বৈরাচার, স্বৈরাচার" এবং "চাইতে গেলাম অধিকার; হয়ে গেলাম রাজাকার" স্লোগান দেয়। এর পরেরদিন ১৫ জুলাই আওয়ামীলীগ ও সরকারের বিভিন্ন কর্মকর্তা, মন্ত্রী আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' নষ্ট করার অভিযোগ আনেন। একই দিন দেশের বিভিন্ন স্থানে ঐ সময়ের ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের নেতৃত্বে শিক্ষার্থী ও আন্দোলনকারীদের উপর রড, লাঠি, হকি স্টিক, রামদা, আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে হামলা করা হয়। একই সাথে পুলিশও লাঠি, রাবার বুলেট দিয়ে হামলা করে। প্রতিবাদে আন্দোলনকারীও তাদের দিকে ইটের টুকরা ছুঁড়ে ও উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। এসব হামলায় ১৬ জুলাই থেকে আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। ১৬ জুলাই রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আবু সাইয়িদ পুলিশের গুলিতে নিহত হলে আন্দোলন স্ফুলিঙ্গের মত পুরো দেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯ জুলাই পর্যন্ত ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের অনান্য সংগঠন, বিজিবি, র‍্যাব, পুলিশ দিয়ে ও ইন্টারনেট বন্ধ করেও আন্দোলন থামাতে কার্যত ব্যর্থ হলে সরকার দেশজুড়ে কারফিউ জারি করে এবং মাঠে সেনাবাহিনীকে নামায়। ২১ জুলাই বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্টের দেওয়া রায় বাতিল করে ও সরকারি চাকরিতে মেধার ভিত্তিতে ৯৩ শতাংশ নিয়োগ দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করে। ২৩ জুলাই এই বিষয়ে সরকার প্রজ্ঞাপন জারি করে।

কোটা সংস্কার আন্দোলনে দেশজুড়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের দাবীকে কেন্দ্র করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর গুলিতে শত শত শিক্ষার্থীর মৃত্যু ও হাজার হাজার ছাত্র-জনতা আহত হওয়ার প্রেক্ষিতে ২৯ জুলাই গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়করা ৩০ জুলাই ঘোষিত রাষ্ট্রীয় শোককে প্রত্যাখান করে চোখে-মুখে লাল কাপড় বেঁধে ছবি তোলা এবং অনলাইনে ব্যাপক প্রচার কর্মসূচি পালন করার ঘোষণা দেন। সাথে সাথে দেশকে স্থিতিশীল করতে নয় দফা দাবি পেশ করেন এবং মেনে নেওয়ার আহ্বান জানান।

নয় দফা দাবিগুলো হলো:

১. প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ছাত্র-নাগরিক হত্যার দায় নিয়ে জাতির কাছে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে।

২.আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও দলীয় ক্যাডার এবং সন্ত্রাসী কর্তৃক ছাত্র-নাগরিক হত্যার দায় নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল, আইনমন্ত্রী আনিসুল হককে মন্ত্রীপরিষদ থেকে পদত্যাগ করতে হবে। ইন্টারনেট শাটডাউন করে দেশে ডিজিটাল ক্রাকডাউন করায় তথ্য প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলককে পদত্যাগ করতে হবে। আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় শহীদ শিক্ষার্থী এবং আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদেরকে ড্রাগ এডিক্ট বলে কুরুচিপূর্ণ ও মিথ্যা বক্তব্য দিয়ে এবং আন্দোলনকে

ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করায় তথ্য প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ এ আরাফাতকে পদত্যাগ করতে হবে।

৩. ঢাকাসহ যত জায়গায় ছাত্র-নাগরিক শহিদ হয়েছে সেখানকার ডিআইজি, পুলিশ কমিশনার ও পুলিশ সুপারদের চাকরি থেকে বরখাস্ত করতে হবে।

৪. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারাদেশের প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে যেখানে ক্যাম্পাসে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে হামলা হয়েছে, প্রত্যকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি এবং প্রক্টরদেরকে পদত্যাগ করতে হবে।

৫. যে পুলিশ-বিজিবি-র‍্যাব ও সেনা সদস্যরা শিক্ষার্থীদের উপর গুলি করেছে, ছাত্রলীগ-যুবলীগসহ যেসব সন্ত্রাসীরা শিক্ষার্থীদের ওপর নৃশংস হামলা পরিচালনা করেছে এবং যেসব নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশ ও সেনা কর্মকর্তাদেরকে নিরস্ত্র ছাত্র-নাগরিকদের ওপর গুলি করার নির্দেশ দিয়েছে তাদেরকে আটক করে হত্যা মামলা দায়ের করতে হবে ও দ্রুততম সময়ের মধ্যে গ্রেপ্তার করতে হবে।

৬. দেশব্যাপী যেসকল ছাত্র-নাগরিক শহীদ এবং আহত হয়েছে তাদের পরিবারকে অতিদ্রুত সময়ের মধ্যে যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে।

৭. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারাদেশের প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগ নামক সন্ত্রাসী সংগঠনসহ সব দলীয় লেজুড় বৃত্তিক ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করে দ্রুততম সময়ে নিয়মতান্ত্রিকভাবে ছাত্র সংসদ কার্যকর করতে হবে।

৮.অবিলম্বে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও হলগুলো খুলে দিতে হবে। কারফিউ তুলে নিয়ে সারাদেশের সমস্ত ক্যাম্পাসে মোতায়েনকৃত পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি, সোয়াট এবং আর্মি তুলে নিতে হবে।

৯. বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত শিক্ষার্থীদের একাডেমিক ও প্রশাসনিক কোনো ধরনের হয়রানি করা হবে না এই মর্মে অঙ্গীকার করতে হবে। ইতোমধ্যে গণগ্রেপ্তার ও পুলিশি হয়রানির শিকার সমন্বয়কবৃন্দ ও ছাত্র-নাগরিকদের অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে ও সব মামলা প্রত্যাহার করতে হবে।

পরবর্তীতে তারা এই নয় দফা দাবিতে ৩ আগস্ট সারাদেশে বিক্ষোভ মিছিল ও ৪ আগস্ট থেকে সারাদেশে অনির্দিষ্টকালের জন্য সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেয়। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকে সাড়া দিয়ে ছাত্র-নাগরিক ৩ আগস্ট শহীদ মিনারে সমবেত হন। বিচ্ছিন্নভাবে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে তরুণ যুবকরা শহীদ মিনার জড়ো হতে থাকেন। এসময় তাদের সঙ্গে বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নিতে দেখা যায় বয়স্ক নাগরিকদের। বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে শহীদ মিনারে সমবেত ছাত্র-জনতার উদ্দেশে বক্তব্যে একদফা দাবি ঘোষণা করেন কোটা সংস্কার আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া সংগঠনটির সমন্বয়ক মো. নাহিদ ইসলাম। আর এই ১ দফা হলো: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার মন্ত্রিসভার পদত্যাগ করতে হবে।

সরকারি চাকরির কোটা ফিরিয়ে এনে হাই কোর্টের দেওয়া রায়কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা 'অরাজনৈতিক' আন্দোলনের নানা ঘটনাপ্রবাহ পেরিয়ে গত ৫ আগস্ট পতন হয়েছে একটানা সাড়ে ১৫ বছরের বেশি সময় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের। সরকারপ্রধানের পদ থেকে পদত্যাগ করে গত ৬ আগস্ট দেশ ছেড়েছেন দলটির সভাপতি শেখ হাসিনা।

৩৬ দিনের ঘটনাপ্রবাহে ঝরেছে অনেক প্রাণ, আহত হয়ে হাসপাতালে কাতরাচ্ছেন অনেকে। বাংলাদেশ কোন গন্তব্যে ছুটছে, সেই প্রশ্নও জাগছে। কোটা সংস্কারের দাবিতে দীর্ঘ ৩৬ দিনের আন্দোলনে যা ঘটেছে তার সংক্ষিপ্তসার-

ঘটনাপ্রবাহ শুরুর পর্যায়

৫ জুন ২০২৪, বুধবার: কোটা বাতিলের সিদ্ধান্ত অবৈধ ঘোষণা করে হাইকোর্টের রায়।

৬ জুন, বৃহস্পতিবার: কোটা বাতিল করে আদালতের রায়ের প্রতিবাদে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ।

৯ জুন, রোববার: হাইকোর্টের রায় স্থগিত চেয়ে রাষ্ট্রপক্ষের আবেদন।

১ জুলাই ২০২৪, সোমবার: শিক্ষার্থীদের ব্যাপক আন্দোলন শুরু।

৭ জুলাই, রোববার: শিক্ষার্থীদের বাংলা ব্লকেড কর্মসূচিতে স্থবির হয়ে পড়ে রাজধানী। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা দেয় শিক্ষার্থীরা।

৯ জুলাই, মঙ্গলবার: আন্দোলনকারীদের সাথে ছাত্রলীগের সংঘাত।

১০ জুলাই, বুধবার: কোটা পুনর্বহাল করে হাইকোর্টের আদেশের ওপর সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের চার সপ্তাহের স্থিতাবস্থা, ৭ আগস্ট পরবর্তী শুনানির তারিখ ধার্য।

১৪ জুলাই, রোববার: কোটা পুনর্বহালের নির্দেশ দিয়ে হাইকোর্টের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ। এদিন এক সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এক বক্তব্যের জের ধরে রাতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ।

১৫ জুলাই, সোমবার: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা চালায় ছাত্রলীগসহ সরকার সমর্থকরা।

১৬ জুলাই, মঙ্গলবার: আপিল বিভাগে লিভ টু আপিল দায়ের। সড়ক অবরোধ, সারাদেশে ব্যাপক সহিংসতা, ছয়জন নিহত। রংপুরে আন্দোলনকারী বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ পুলিশের বুলেটে নিহত হন।

১৭ জুলাই, বুধবার: পুলিশ ও আন্দোলনকারীদের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ, জাতির উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ।

১৮ জুলাই, বৃহস্পতিবার: কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন অব্যাহত। বিটিভি ভবনে অগ্নিসংযোগ। মেরুল বাড্ডায় পুলিশ অবরুদ্ধ, পরে হেলিকপ্টারে উদ্ধার। আন্দোলনকারীদের সাথে আলোচনায় বসতে সরকার রাজি বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী। আলোচনার প্রস্তাব নাকচ আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের প্যাটফর্ম বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের। রাত ৯টা থেকে ইন্টারনেট সংযোগ বন্ধ। সারা দেশে ব্যাপক সংঘর্ষে অন্তত ২৫ জন নিহত।

১৯ জুলাই, শুক্রবার: ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক সংঘর্ষ, পরিস্থিতি থমথমে। মেট্রোরেল স্টেশন, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের টোল প্লাজা, মিরপুর ইনডোর স্টেডিয়ামসহ বিভিন্ন সরকারি স্থাপনায় ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ। রাত ১২টা থেকে কারফিউ জারি।

২০ জুলাই, শনিবার: কারফিউর মধ্যেও ঢাকা, সাভার, গাজীপুর, ময়মনসিংহসহ বিভিন্ন স্থানে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে বিক্ষোভকারীদের সংঘাত। বহু বিক্ষোভকারী হতাহত। আইনমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী ও তথ্য প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে কোটা সংস্কার আন্দোলনের তিন সমন্বয়কারীর বৈঠক।

২১ জুলাই, রোববার: কোটা নিয়ে আপিল বিভাগের শুনানি, কোটা পুনর্বহাল নিয়ে হাইকোর্টের রায় বাতিল। মেধা ৯৩ শতাংশ, মুক্তিযোদ্ধা কোটা ৫ শতাংশ, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী কোটা ১ শতাংশ, প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গ কোটা ১ শতাংশ নির্ধারণের আদেশ। তবে সরকার চাইলে বদলানোর সুযোগ রাখা হয়েছে।

২২ জুলাই, সোমবার: কমপ্লিট শাটডাউন ৪৮ ঘণ্টার জন্য স্থগিতের ঘোষণা দিয়েছেন কোটা আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম। এই সময়ের মধ্যে তারা চার দফা দাবির বাস্তবায়ন দেখার জন্য সরকারকে আলটিমেটাম দিয়েছে। কারফিউও বাড়ানো হয়েছে এদিন। কোটা সংস্কার আন্দোলনের সহিংসতায় এ পর্যন্ত অন্তত ১৩১ জন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

২৩ জুলাই, মঙ্গলবার সারাদেশে কারফিউ বলবৎ ছিল। ২১ জুলাই সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের রায়রে পর ২৩ জুলাই জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কোটা সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে।

২৪ জুলাই, বুধবার: নির্বাহী আদেশে তিনদিন সাধারণ ছুটির পর অফিস খোলে।

২৫ জুলাই, বৃহস্পতিবার: বিকেল পর্যন্ত ব্রডব্যান্ডে ধীরগতির ইন্টারনেট পাওয়া যায়। সরকার ফেসবুকসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বন্ধ রাখে, এদিন আন্দোলনকারীদের প্যাটফর্ম বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে আটটি বার্তা দেওয়া হয়।

২৬ জুলাই, শুক্রবার: নাহিদ ইসলামসহ কোটা সংস্কার আন্দোলনের তিন সমন্বয়ককে রাজধানীর গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতাল থেকে তুলে নিয়ে যায় সাদাপোশাকের এক দল ব্যক্তি। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনায় নিরাপত্তা রক্ষাকারী বাহিনীর সরাসরি গুলি ব্যবহারের ঘটনায় গভীরভাবে উদ্বিগ্ন প্রকাশ করে জাতিসংঘ।

২৭ জুলাই, শনিবার: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানে (পঙ্গু হাসপাতাল) চিকিৎসাধীন আহত ব্যক্তিদের দেখতে গিয়েছেন।

২৮ জুলাই, রবিবার: কোটা সংস্কার আন্দোলনে নিহত শিক্ষার্থী আবু সাঈদসহ নিহতদের একটি অংশের পরিবারের সঙ্গে গণভবনে সাক্ষাৎ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আহতদের দেখতে রাজারবাগের পুলিশ হাসপাতালে যান তিনি।

২৯ জুলাই, সোমবার: জামায়াত-শিবির নিষিদ্ধের সিদ্ধান্ত ১৪ দলের বৈঠকে। ৬ সমন্বয়ক ডিবি হেফাজতে।

ইন্টারনেট চালু হলেও হোয়াটসঅ্যাপ, ইউটিউব, ফেসবুকের মতো অনেক সেবা বন্ধ রাখা হয়। ২৯ জুলাই সোমবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে কোটা আন্দোলনকে ঘিরে নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে ৩০ জুলাই মঙ্গলবার দেশব্যাপী শোক পালন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

৩০ জুলাই, মঙ্গলবার: সরকার ঘোষিত শোক দিবসকে প্রত্যাখ্যান করে শোকের কালো রং বাদ দিয়ে আন্দোলনকারী এবং জনপ্রিয় ব্যক্তিবর্গ, সাধারণ নাগরিক ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের একটি বড় অংশ লাল প্রোফাইল ছবির মাধ্যমে কোটা আন্দোলনকারীদের সাথে সমর্থন জানান। দুপুর ১২টায় ৬ সমন্বয়ককে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মুক্তি দিতে আলটিমেটাম দেয় 'বিক্ষুব্ধ নাগরিক সমাজ'।

৩১ জুলাই, বুধবার: হত্যা, গণগ্রেপ্তার, হামলা, মামলা ও গুমের প্রতিবাদে ৩১ জুলাই বুধবার সারাদেশে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন 'মার্চ ফর জাস্টিস' (ন্যায়বিচারের জন্য পদযাত্রা) কর্মসূচি পালন করে।

১ আগস্ট, বৃহস্পতিবার: ডিবি কার্যালয় থেকে মুক্তি পান বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ৬ সমন্বয়ক।

২ আগস্ট, শুক্রবার: গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) হেফাজত থেকে ছাড়া পাওয়া বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ছয় সমন্বয়ক গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে বলেন যে আন্দোলন প্রত্যাহার করে ডিবি অফিস থেকে প্রচারিত ছয় সমন্বয়কের ভিডিও বিবৃতি তারা স্বেচ্ছায় দেননি।

৩ আগস্ট, শনিবার: প্রধানমন্ত্রীর আলোচনার প্রস্তাব আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা প্রত্যাখ্যান করেন।

৪ আগস্ট, রোববার: অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম দিনে মাঠে নামার ঘোষণা দেয় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ। সারাদেশে ব্যাপক সংঘাতে শতাধিক মানুষের প্রাণহানি হয়। শাহবাগে ব্যাপক জমায়েতের মধ্যে সোমবার 'মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচি ঘোষণা করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন।

৫ আগস্ট, সোমবার: বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বানে 'মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচিতে যোগ দিতে ঢাকামুখী হন বিপুল সংখ্যক ছাত্র-জনতা।

দুপুরের পর প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে দুপুর ২টা ৩০ মিনিটে বাংলাদেশ ছাড়েন। তাঁর বোন শেখ রেহানার সঙ্গে বিমানবাহিনীর হেলিকপ্টারে দেশত্যাগ করেন। সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান দেশবাসীর উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে বলেন, ' দেশে একটা ক্রান্তিকাল চলছে। একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হবে।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার

কোটা সংস্কার আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়া বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কদের ১৫ সদস্যের একটি দল, তিন বাহিনীর প্রধানগণ ৬ আগষ্ট বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠকে ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে প্রধান করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। রাষ্ট্রপতি তাতে সম্মতি দেন।

যেসব কারণে শেখ হাসিনার পতন ঘটে: সাড়ে ১৫ বছর দেশ শাসন করার পর শেখ হাসিনাকে বিদায় নিতে হলো একনায়ক হিসেবে। ছাত্র ও গণ-আন্দোলনের মুখে তাঁর শাসনের পতনের পেছনে একগুঁয়েমি, অহংকার ও অতি আত্মবিশ্বাস -এসব বিষয়কে অন্যতম কারণ হিসেবে দেখা হচ্ছে। তাঁর সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্নীতি, অর্থ পাচার, ও অর্থনীতির মন্দা পরিস্থিতিতে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল। আর রাজনৈতিক দিক থেকে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোটের বাইরে অন্য সব দল সরকারবিরোধী অবস্থানে চলে যায়। এর ফলে শেখ হাসিনা রাজনৈতিক দিক থেকেও একা হয়ে পড়েন। একক কর্তৃত্বের শাসনে শেখ হাসিনার সরকার সম্পূর্ণভাবে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। পশ্চিমা বিশ্বকে শত্রু বানিয়ে শেষ পর্যায়ে ভূরাজনীতিতেও প্রায় একা হয়ে পড়েছিলেন তিনি। একই অবস্থা হয় যুক্তরাষ্ট্রের সাথেও।

শেখ হাসিনার পতনে বৈশ্বিক প্রতিক্রিয়া কী: এক সময়ে অনেকের কাছে গণতন্ত্রের মানসকন্যা খ্যাত শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পরিচালিত সরকার ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের মুখে পতিত হলে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান মিশ্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।

যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়: যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের মুখপাত্র এক বিবৃতিতে জানান, "প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশে সহিংসতা এবং ছাত্র, শিশু ও আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাসহ উল্লেখযোগ্য প্রাণহানির কারণে উদ্বিগ্ন। স্টারমার বলেন, এটি সম্পূর্ণভাবে অগ্রহণযোগ্য।"শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের অধিকারকে অবশ্যই সুরক্ষিত রাখতে হবে এবং কখনোই তাদের ওপর সহিংসতা করা যাবে না। আমরা সব শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদকারীদের মুক্তি দিতে এবং অভিযুক্তদের বিচারে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ নিশ্চিত করার আহ্বান জানাই।"

জার্মানি: জার্মানির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্র বলেছেন, এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো, অস্থিরতা কাটিয়ে বাংলাদেশকে তার গণতান্ত্রিক পথে যাত্রা অব্যাহত রাখতে হবে।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন: ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) বাংলাদেশকে সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে গণতান্ত্রিক শাসনে উত্তরণের আহ্বান জানিয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র: হোয়াইট হাউসের একজন মুখপাত্র বলেছেন, "আমরা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন প্রক্রিয়াকে গণতান্ত্রিক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক হওয়ার আহ্বান জানাই। সেনাবাহিনী আজ যে সংযম দেখিয়েছে আমরা তার প্রশংসা করি।"

জাতিসংঘ: প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে শেখ হাসিনার পদত্যাগ ও দেশ ছাড়ার পর বাংলাদেশে সব পক্ষকে শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস। গুতেরেসের মুখপাত্র ফারহান হক বলেন, "মহাসচিব বাংলাদেশের জনগণের সঙ্গে পূর্ণ সংহতিতে দাঁড়িয়েছেন এবং তাদের মানবাধিকারের প্রতি পূর্ণ সম্মানের আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি সব সহিংসতার বিচারের জন্য পুরোপুরি স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ তদন্তের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে যাচ্ছেন।"

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল: অ্যামনেস্টির দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক গবেষক তাকবির হুদা ডেমোক্রেসি নাওকে বলেছেন, হাসিনাকে শেষমেষ পদত্যাগ করতে হলো। অথচ তার সরকার যদি ছাত্রদের দাবির প্রতি আরও সংবেদনশীল হত, তাহলে অনেক সহিংসতা এড়ানো যেত। তিনি সতর্ক করেছেন যে, "বাংলাদেশে সামরিক স্বৈরশাসনের যে তিক্ত ইতিহাস আছে, সেই পরিপ্রেক্ষিতে সেনাবাহিনীর এই দায়িত্ব পালন একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে হবে। এবং দ্রুত জনগণের ভোটে নির্বাচিত একটি সরকারের কাছে দেশ শাসনের দায়িত্ব তুলে দিতে হবে।"

শ্রীলঙ্কা: শ্রীলঙ্কার পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলি সাবরি এক বিবৃতিতে বলেছেন, "আমরা বাংলাদেশি জাতির সহনশীলতা এবং ঐক্যে বিশ্বাস করি। আমরা আশা করি, দেশটিতে দ্রুত শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরে আসবে।বাংলাদেশের জনগণ এই চ্যালেঞ্জগুলোকে অতিক্রম করার শক্তি খুঁজে পাবে এবং আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

রাশিয়া: রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলেছে, "মস্কো বন্ধুত্বপূর্ণ দেশটিতে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক প্রক্রিয়া দ্রুত সাংবিধানিক নিয়মে প্রত্যাবর্তনের আশা করে।"

শান্তি ও শৃঙ্খলার প্রত্যাশা

সোমবার ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার বিজয়ের পর সারা দেশে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এতে বিভিন্ন স্থানে অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে। বস্তুত শেখ হাসিনার পদত্যাগ ও দেশত্যাগের খবর পাওয়ার পরপরই সোমবার দুপুর থেকে পথে পথে শুরু হয় শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষের বিজয়োল্লাস। এ সময় বিপুলসংখ্যক মানুষ গণভবন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও জাতীয় সংসদ ভবনে ঢুকে পড়েন। অনেকে সেখানে ভাঙচুর ও লুটপাটে অংশ নেন। আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের বঙ্গবন্ধু ভবনে। ভাংচুর চালানো হয় প্রধান বিচারপতির বাসভবনে। হামলার শিকার হয় কয়েকটি গণমাধ্যম কার্যালয়। রাজধানীতে পুলিশ সদর দপ্তর এবং ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশসহ পুলিশের বিভিন্ন স্থাপনায় নির্বিচার হামলা চালানো হয়। সারা দেশে আওয়ামী লীগের কার্যালয় ও দলটির নেতাকর্মীদের ওপর আক্রমণের খবর পাওয়া গেছে। অনেক স্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাড়িঘরে হামলা চালানো হয়েছে। এ পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। এ ধরনের কর্মকাণ্ড বন্ধে সারা দেশে অবিলম্বে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মোতায়েন করা প্রয়োজন বলে মনে করি ।

ইতোমধ্যে সেনাপ্রধান, কোটা সংস্কার আন্দোলনের সমন্বয়কগণ এবং আন্দোলনের সমর্থক বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সব ধরনের প্রতিশোধপরায়ণতা ও অরাজকতা থেকে সবাইকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। আমরা মনে করি, এ ধরনের প্রতিশোধপরায়ণতা দেশে অরাজকতার জন্ম দিলে তা ছাত্র-জনতার বিজয়ের মাহাত্মকে ম্লান করে দিতে পারে। কাজেই যে কোনো মূল্যে দেশে আইনের শাসন সমুন্নত রাখতে হবে।

রাস্তা-ফুটপাত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা ও যানবাহন নিয়ন্ত্রণে শিক্ষার্থীরা:

ছাত্র-জনতার আন্দোলনের পর রাস্তায় দেখা যায়নি কোনো ট্রাফিক পুলিশ। এ অবস্থায় সড়কের শৃঙ্খলা নিশ্চিতে মঙ্গলবার (৬ আগস্ট) সকাল থেকে মাঠে নামে শিক্ষার্থীরা। স্বেচ্ছায় তারা ট্রাফিক পুলিশের ভূমিকার পাশাপাশি পরিচ্ছন্নকর্মীরও দায়িত্ব পালন করেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ঘিরে কয়েক দিন ধরে নগরীতে উত্তেজনা আর পুলিশের সঙ্গে ছাত্র-জনতার পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে রাস্তায় পড়ে ছিল ইটের টুকরা, অর্ধপোড়া কাঠ-টায়ার। ময়লা-আবর্জনায় ভরা নগরীর রাস্তা পরিষ্কার করতে ঝাড়ু হাতে নামে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে যুক্ত শিক্ষার্থীরা।

এছাড়াও তারা যেখানে- সেখানে যাত্রীবাহী গাড়ি দাঁড়াতে দিচ্ছে না। কারো রাস্তা পার হতে সমস্যা হলে গাড়ি থামিয়ে পারও করে দেন। মোটরসাইকেল আরোহীদের হেলমেট না থাকলে পরবর্তীতে হেলমেট পরার পরামর্শ দেন।

রক্তক্ষয়ী গণঅভ্যুত্থানের পর দেশে দ্রুত শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশা করছে মানুষ। একটি ইতিবাচক পরিবর্তনের অপেক্ষায় রয়েছেন সবাই। সারা বিশ্ব তাকিয়ে আছে বাংলাদেশের এ পরিবর্তনের দিকে। এ সময় হামলা, অগ্নিকাণ্ড, ভাঙচুর ও লুটপাটের দৃশ্য বহির্বিশ্বের কাছে কোনো ভালো অর্থ বহন করবে না, বরং ক্ষুন্ন করবে দেশের ভাবমূর্তি। তাই দেশের কোথাও যেন সুযোগসন্ধানীরা আর এ ধরনের কোনো ঘটনা ঘটাতে না পারে, সে ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক ও সংযত থাকতে হবে।

যেকোনো ধরনের সহিংসতা ও ধ্বংসযজ্ঞ কারও কাম্য নয়। যে ধ্বংসযজ্ঞ হয়েছে, তা সমর্থন করা যায় না। কারও বিজয় উদযাপনের ভাষা যেন সহিংসতা, লুটপাট বা ধ্বংসযজ্ঞ, নিজের হাতে আইন তুলে নেওয়া, প্রাণহানিসহ রাষ্ট্রীয় বা ব্যক্তিগত সম্পদ ধ্বংসের উদ্যোগ না হয় বরং ন্যায্যতা, শৃঙ্খলা ও সু-শাসনের মাধ্যমে এক অসাম্প্রদায়িক, শান্তিময় সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ে ওঠে সেই প্রত্যাশা করি।।

তথ্যসূত্র:

১. প্রথম আলো ২. কালের কণ্ঠ ৩.উইকিপিডিয়া ৪. বিডি নিউজ ২৪.কম
৫.https://www.shokalshondha.com/world-reacts-to-bangladesh-pm-sheikh-hasinas-removal-from-power/

প্রাত্যহিক জীবনে মৌলিক অধিকারের চর্চা : ভিত্তি বাংলাদেশ সংবিধান

তার্সিসিউস পালমা

প্রতিটি মানুষই আইন সম্পর্কে সচেতন বা অবগত এটা ধরে নিয়েই সকল আইন-কানুন চলছে এবং সে মোতাবেক আইনের শাসন পরিচালিত হচ্ছে। কেউ আইন জানে না এ অজুহাতে কোন অপরাধ থেকে কোন দায়মুক্তি পেতে পারে না। শুধু দেহ ও সম্পত্তি রক্ষায় ব্যক্তিগত আত্মরক্ষার্থে কতিপয় কার্য ছাড়া আইন অমান্যকারীকে অবশ্যই আইনের আওতায় বিচারে এনে দণ্ডের মুখোমুখি হতে হয়। বিভিন্ন দেশে শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকেই শিশুদের আইনের সহজপাঠ গুলোর হাতে খড়ি হচ্ছে অত্যন্ত সহজ-সরল নিয়ম-নীতি পাঠদানের মাধ্যমে। সে হিসাবে আমাদের দেশে দেশের সাংবিধানিক আইন ও প্রচলিত গুরুত্বপূর্ণ আইনগুলো এখনো পর্যন্ত যেন উচ্চ মার্গের ব্যক্তিদের মাধ্যমে এবং আইন পেশায় নিয়োজিত লোকদের ছায়াধীনেই পরিচালিত ও গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত।

আমরা বাংলাদেশের খ্রিস্টভক্তগণ দেশের জনগণের তুলনায় অনেক বেশী শিক্ষিত হলেও দেশের চলমান ও প্রচলিত আইন-কানুন সম্পর্কে অনেকটাই উদাসীন। বাংলাদেশ খ্রিস্টান সমাজে চার্চসহ বহুবিধ প্রতিষ্ঠান, সমবায় সমিতি এবং বিভিন্ন ধরণের সামাজিক সংগঠন রয়েছে। প্রত্যেকেই যার যার আঙ্গিকে কর্মব্যস্ত। অন্যদিকে বর্তমানে সামাজিক সংগঠনগুলোতে আধিপত্য ও ক্ষমতা দখলসহ নির্বাচনী হাওয়ায় দুলছে আমাদের সমাজ, আমাদের দেশ। প্রতিটি ক্ষেত্রে রয়েছে নিজস্ব নিয়ম-নীতি, যেমন খ্রিস্টানদের জীবন পরিচালনার বিধান হলো পবিত্র বাইবেল, পথ-প্রদর্শক ও আদর্শ নেতা হলেন স্বয়ং যিশু খ্রিস্ট।

কিন্তু বাংলাদেশের সকল নাগরিকদের জন্য দেশের সর্বোচ্চ আইন হলো গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধান। এই সংবিধানের ৭(২) অনুচ্ছেদ মোতাবেক 'এই সংবিধান হলো প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সাথে অসামঞ্জস্য হয়, তাহলে সেই আইনের যতটুকু অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে'। সুতরাং দেশের যেকোন আইন জানার আগে আমাদের দেশের এই সংবিধানের প্রাথ মিক কতিপয় মৌলিক বিষয় সকলের জানা প্রয়োজন, যা সংক্ষিপ্তাকারে নিম্নে তুলে ধরা হলো।

বাংলাদেশ সংবিধানের ৭(১) অনুচ্ছেদ মোতাবেক প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ। এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হবে।

সেই হিসাবে দেশের প্রত্যেকটি নাগরিকেরই গণতান্ত্রিক অধিকার রয়েছে ভোট দেয়ার, দেশের জন্য, সমাজের জন্য, দশের জন্য একজন যোগ্য প্রার্থী নির্বাচিত করার। যারা তাদের চিন্তা-চেতনা, কাজ ও জীবনাদর্শ দিয়ে সমাজকে দেখাবে নতুন আলোর পথ, পরবর্তী প্রজন্ম সত্যিকার অর্থেই খুঁজে পাবে একটি মানবতাবাদী সাম্যের সমাজ; তার আদর্শে গড়ে তুলবে নিজেদের জীবন এবং যুগ যুগ ধরে মানুষ অনুসরণ করবে তাদের প্রদর্শিত পথ।

সংবিধানের ৮(১) অনুচ্ছেদ মোতাবেক রাষ্ট্র পরিচালনার মূল নীতি হলো ৪টি, যথা : জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা।

সংবিধানের ১৩ অনুচ্ছেদে বাংলাদেশে ৩ ধরণের মালিকানার কথা বলা হয়েছে; যথা: রাষ্ট্রীয় মালিকানা, সমবায়ী মালিকানা ও ব্যক্তি মালিকানা।

অনুচ্ছেদ ২১(১) মোতাবেক "সংবিধান ও আইন মান্য করা, শৃংখলা রক্ষা করা, নাগরিক দায়িত্ব পালন করা এবং জাতীয় সম্পত্তি রক্ষা করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য।

অনুচ্ছেদ ২৭ মোতাবেক 'সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয়লাভের অধিকারী'।

সংবিধানের ২৮(২) অনুচ্ছেদ মোতাবেক 'রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষ সমান অধিকার লাভ করবে'।

৩১ অনুচ্ছেদ মোতাবেক দেশের প্রতিটি নাগরিকের ব্যক্তি জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তি রক্ষার্থে আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার রয়েছে।

সংবিধানের ৩৩(১) অনুচ্ছেদ মোতাবেক 'গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে তার কারণ জানানো সহ তাহার মনোনীত আইনজীবীর সাথে পরামর্শের ও তাহার দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার হতে বঞ্চিত করা যাবে না।

অনুচ্ছেদ ৩৫(২) মোতাবেক 'এক অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তিকে একাধিকবার ফৌজদারীতে সোপর্দ ও দণ্ডিত করা যাবে না।

সংবিধানের ৩৯(২) অনুচ্ছেদ মোতাবেক 'প্রত্যেক নাগরিকের বাক্ ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। তবে তা হবে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা বা নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ সাপেক্ষে।

অনুচ্ছেদ ৪০ মোতাবেক আইনের দ্বারা আরোপিত বাধানিষেধ সাপেক্ষে-যোগ্যতাসম্পন্ন প্রত্যেক নাগরিকের যেকোন আইনসঙ্গত পেশা বা বৃত্তি-গ্রহণের এবং যেকোন আইনসঙ্গত কারবার বা ব্যবসা পরিচালনার অধিকার থাকবে।

সংবিধানের ৪৪ অনুচ্ছেদে মৌলিক অধিকার বলবৎকরণের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যেক নাগরিকের জন্য সংবিধানের তৃতীয় ভাগে (অনুচ্ছেদে ২৬-৪৭) প্রদত্ত মৌলিক অধিকার হতে বঞ্চিত/বাধাপ্রাপ্ত হলে তা বলবৎ করিবার জন্য সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদ মোতাবেক হাইকোর্ট বিভাগের নিকট মামলা রজ্জু করিবার (যাকে রীট বলা হয়) অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে।

বটবৃক্ষের তলে

ক্ষুদীরাম দাস

বটবৃক্ষের তলে আমি চুয়াল্লিশ বছর
চুল-দাড়ি কামাতে শুরু করি সে-ই থেকে
চুল কেটেছি দুই আনা,
১২ আনা ও ২৫ পয়সায়;
আর এখন চুল কাটি
৩০ থেকে ৪০ টাকায়।
শুরুতেই এখানে আমার মতো
২০ থেকে ২৫ জন
নরসুন্দর কাজ করতো;
শুধু আমিই বেঁচে আছি তাদের মধ্যে;
ওরা সবাই একে একে
ভবসংসার ছেড়ে গেছে;
বটবৃক্ষ দাঁড়িয়ে আছে, আর
আমি শুধু একা বটবৃক্ষের তলে।

এসো মুক্ত রাখি বঙ্গ, রক্ষা করি বাংলা

সংগামী মানব

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ, ঢাকায়, একটি সমাবেশে ইয়াহিয়া খান (তৎকালীন পাকিস্তানের জেনারেল) ঘোষণা দেন যে, উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা। এমন ঘোষণায় উপস্থিত জনতা ক্ষোভে ফুসে উঠে। তারা উচ্চস্বরে গর্জে উঠে ও এই মন্তব্যের প্রতিবাদ জানায়। তারা প্রতিবাদের স্বরে বলে, উর্দু ভাষা মানি না, মানবো না। বাংলা মোদের মাতৃভাষা। বাংলা মোদের ভালোবাসা। এই ঘটনার চার বছর পরে অর্থাৎ ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ছাত্র সমাজ বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা করার জন্যে রাস্তায় নেমে আসে। তারা তীব্র আন্দোলন শুরু করেন। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে তারা বাংলা ভাষা রক্ষায় সমবেত। ছাত্রদের দেখা মাত্রই শুরু হয় পুলিশের অতর্কিত গুলিবর্ষণ। রফিক, শফিক, সালাম, বরকত এর রক্তে রঞ্জিত হয় বাংলার পথঘাট। আজও সমগ্র বাংলায় তাদের রক্ত শোভা পায়। এতো সহজে তো পাইনি আমাদের এই দেশ, এই ভাষা। লক্ষ কোটি বাঙ্গালির ত্যাগেই আমাদের এই সোনালী-রুপালী সোনার বাংলাদেশ। স্বাধীনতা এতো সহজে অর্জিত হয়নি। যেহেতু স্বাধীনতা বহু কষ্টের পরে অর্জিত হয়েছে সেহেতু স্বাধীনতা মানে যা খুশি তা করা কখনও হতে পারে না। কিন্তু অনেক সময় মনে হয়, আমরা স্বাধীনতাকে পেয়েছি ঠিকই কিন্তু অনেকেই এখনও পরাধীনতাকে আঁকড়ে আছি। অনেক সময় মনে হয়, বিভিন্ন অপসংস্কৃতি, ধর্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িকতা- স্বাধীনতাকে কবর দিচ্ছে।

মূলভাব বিশদ বিশ্লেষণ করে কিছু কিছু দৃষ্টান্ত নিচে দেওয়া হলো:

দৃষ্টান্ত-১: ভাষার সুষ্ঠ ব্যবহারে আমরা অসচেতন। প্রতিনিয়তই আমরা মায়ের ভাষার অপব্যবহার করি। বাংলাকে বাংলিশ বানিয়ে ফেলি। বাংলার মধ্যে ইংরেজির যেন হযবরল। ছাত্র-ছাত্রীদের বেলায়ও দেখা যায় তারা বাংলায় ইংরেজির ব্যবহার বেশি করে আবার ইংরেজির বেলায়ও বাংলার ব্যবহার বেশি। যেমন আমি ভাল আছি না লিখে তারা লিখে Ami Vlo Ache. এটা কি স্বাধীনতা। এটি নিতান্তই মাতৃভাষার দূষণ বা অপব্যবহার।

দৃষ্টান্ত-২: মাদক বর্তমান যুব সমাজের ক্যান্সার। পাঁচ-ছয় বছরের শিশু আজ কিনা জনসম্মুখে বিড়ি খাচ্ছে। দশ বছরের ছেলে চল্লিশ বছরের ব্যক্তির সাথে মদ খাচ্ছে। সমাজ থেকে শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কেউ কারও ধার ধারেনা। কেননা সমাজে এখন সবার মধ্যেই উগ্রতা, স্বার্থপরতা ও অশোভন আচরণ এর প্রভাব বেশি। এতেই বোঝা যায়, স্বাধীনতা পেয়েও আমরা পরাধীন।

দৃষ্টান্ত-৩: হাসপাতালে গেলে দেখা যায় একেকজন রোগির নিরুপায়তা। আগে টাকা তারপর চিকিৎসা। বিনা পয়সায় মিলেনা কোন সেবা। এমনও দেখা গেছে কিছু টাকার জন্যে দেহ থেকে প্রাণ চলে যায়। টাকার কাছে জীবন হেরে যায়। কিন্তু এই দিকে কারও কোন মাথা ব্যথা নেই। এমনও দৃষ্টান্ত রয়েছে যে, রোগি মারা গেছে কিন্তু তার দেহকে আইসিইউ তে রাখা হয়েছে এই বলে যে রোগি ভালো আছে বা রোগি ভালো হয়ে উঠবে। সে কি আদৌ ভালো হয়ে উঠবে? এটা কি পরাধীনতা নয়।

দৃষ্টান্ত-৪: সরকারী অফিসে যখন একজন ব্যক্তি যায় কোন একটি কাজ নিয়ে তখন তাকে কি যে যন্ত্রণা পোহাতে হয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। নির্দিষ্ট টেবিলে তার নিজস্ব ফাইলটি পৌঁছানোর জন্য একমাত্র প্রয়োজন টাকা। টাকা দিবে না, ফাইলও চলবে না। ফাইলটি স্থির হয়ে কোন একটি যায়গায় পরে থাকবে। একপর্যায় ফাইলটির কোন অস্তিত্বও আর থাকবে না। এটা কি স্বাধীনতা?

দৃষ্টান্ত-৫: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা যুদ্ধের পরে কথার পরিপ্রেক্ষিতে বলেছিলেন "অনেকগুলো কম্বল নিয়ে আসলাম কিন্তু আমি একটি কম্বলও পেলাম না, অসভ্যের দল সব নিয়ে গেল। এতেও তারা ক্ষান্ত হয়নি। তারা শুধুই নিবে, খাবে আর আনন্দ ফুর্তি করবে।" স্বাধীনতার ৫৪ বছর পার করার পরও দেখা যায় একই অভ্যাস আমাদের মধ্যে। স্বার্থপরতা, দুর্নীতি ও অপরাধ আমাদের পিছু ছাড়ছে না। যেখানে যাই সেখানেই দুর্নীতি। যেদিকে তাকাই সেদিকেই অপরাধের সমারোহ। এরই নাম কি স্বাধীনতা?

দৃষ্টান্ত-৬: তন্দ্রামনি উচ্চ বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেণির শারীরিক শিক্ষা বিভাগের শিক্ষক ও শ্রেণি শিক্ষক ইসলাম ধর্মের অনুসারী। উক্ত শ্রেণিতে ইসলাম, সনাতন, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মের শিক্ষার্থীরা অধ্যয়ন করেন। বার্ষিক পরীক্ষার পর উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক খাতা মূল্যায়নে দেখতে পেলেন একজন সনাতন ধর্মের অনুসারী ছাত্রীকে তার প্রাপ্য নম্বর দেওয়া হয়নি। সেই ছাত্রীর পরীক্ষার খাতার নম্বরের সাথে ফলাফলের শীটের কোন মিল নেই। সেই ছাত্রী গণিত পরীক্ষায় পেয়েছে ৭০ কিন্তু তার ফলাফল শীটে দেখানো হয়েছে ৩৫ নম্বর এমনকি ধর্মে পেয়েছে ৯০ কিন্তু তার ফলাফল শীটে দেখানো হয়েছে ৫০ নম্বর। এরই নাম কি স্বাধীনতা?

দৃষ্টান্ত-৭: মানুষের মাঝে দিন দিন স্বার্থপরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কে কাকে কাবু করে বড় হবে মানুষের মাঝে সেই ধান্দাই ঘুরপাক খাচ্ছে। বর্তমানে বাঙ্গালীরা স্বার্থ ছাড়া এক পা ও এগোয় না। কিন্তু ইতিহাসে আমরা দেখি, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাঙালিরা স্বার্থহীন ভাবে ঝাঁপিয়ে পরেছিল একটি স্বাধীন দেশের জন্যে। তখন বাঙালির হৃদয়ে স্বার্থপরতা ছিল না। সবাই হয়ে উঠেছিল একই মায়ের সন্তান। কিন্তু আজ তার বিপরীত। একেকজনের মধ্যে স্বার্থপরতা যেন বিভীষিকার মত জ্বল জ্বল করছে। এই কি আমাদের অর্জিত স্বাধীনতা? কোথায় সেই স্বাধীনতা পূর্বের একাত্মতা, কোথায় সেই মমত্ববোধ? প্রশ্ন রেখে গেলাম।

বাংলা হল আমাদের মায়ের ভাষা আর এই বঙ্গভূমি হল আমাদের মা। আমরা কি পারবো না আমাদের মায়ের ভাষার প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা বৃদ্ধি করতে? আমরা কি পারবো না আমাদের জন্মভূমিকে ভালোবাসতে?

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
প্রতিবেশী'র বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

অনুবাদ প্রসঙ্গে কিছু কথা

সাগর কোড়াইয়া

এই প্রথম দেশের বাইরে যাওয়া। মনের মধ্যে আলাদা কৌতুহল কাজ করছিলো। বেশ কয়েকমাস আগে থেকেই ভিসা কার্যক্রম করতে হয়েছে। তবু ভয় কাজ করেছে। এই বুঝি ভিসা পেলাম না। যাই হোক, অবশেষে থাইল্যাণ্ডের ভিসা পেলাম। বাংলাদেশ থেকে আমরা তিনজন ফাদার ভাষা অনুবাদ কর্মশালায় অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ থেকে বাংলা ভাষাভাষী একজন মহিলাও অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া ভারত থেকে আরো চারটি ভাষাভাষী, পাকিস্তান, নেপাল, চীন, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যাণ্ড, মিয়ানমার, মালয়েশিয়া, তাইওয়ান, কম্বোডিয়া, মঙ্গোলিয়া ও ইন্দোনেশিয়া থেকে ফাদার, সিস্টার, সেমিনারীয়ান ও খ্রিস্টভক্ত অংশগ্রহণ করেন। এফএবিসি'র (ফেডারেশন অফ এশিয়ান বিশপস কনফারেন্স) সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের উদ্যোগে অনুবাদ কর্মশালার প্রস্তুতিস্বরূপ পূর্বেই আয়োজনকারী ব্যক্তিদের সাথে একাধিক অনলাইন ক্লাসে যুক্ত হয়ে কর্মশালার বিষয়ে বিস্তর জানতে হয়েছে।

অনুবাদের বিষয়ে কিছু কথা বলা দরকার। স্কুলে পড়াকালীন আমাদের বঙ্গানুবাদ শেখানো হতো। আর তখনই জানতে পারি, অনুবাদ দুইভাবে হতে পারে- ভাবানুবাদ ও আক্ষরিক অনুবাদ। গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতায় মাস্টার্স পরীক্ষায় ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করা বিষয়ে প্রশ্ন এসেছিলো। লেখালেখির ক্ষেত্রে এক ভাষাকে অন্য ভাষায় আকৃতিদানের একমাত্র পথ হচ্ছে অনুবাদ। বিশ্বসাহিত্যে অনুবাদ আরো বেশি চর্চিত ও জনপ্রিয়। অনুবাদকে শিল্প ও সাহিত্যের আদি অবস্থা হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এক সময় কবিরা মুখে মুখে প্রচলিত কাহিনী ও লোকায়ত ধর্মের মর্মকথা ছন্দাকারে প্রকাশ করেছেন যা আসলে এক প্রকার অনুবাদ কর্মই বলা চলে। তবে ভাষান্তর করলে আমরা অনেকে একে অনুবাদ বলে ভুল করে থাকি। চিন্তা-চেতনার অনুবাদ হয়। ভাষা শুধুমাত্র এর অবয়ব দেয়। পৃথিবীর এক প্রান্তের লেখার ভাষান্তরিত চেতনাস্বাদ লাভ করে অন্য প্রান্তের পাঠকের মননে জ্ঞানের সমৃদ্ধি শুধু অনুবাদের মাধ্যমেই সম্ভব হয়।

বলে রাখা দরকার যে, বাংলাদেশ মণ্ডলীতে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অনুবাদ হয়েছে। বিশেষ করে কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা, দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার দলিল ও জুবিলী বাইবেল অনুবাদের কাজটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এই তিনটির মধ্যে জুবিলী বাইবেলের অনুবাদ ততটা সুখপাঠ্য নয় বলে অনেকে অভিমত ব্যক্ত করেন। আগে ও পরে আরো বেশ সংখ্যক বইয়ের অনুবাদ হয়েছে যা সত্যিই প্রশংসার দাবী রাখে। বিশেষ করে দেশীয় ফাদারদের মধ্যে ফাদার বেঞ্জামিন কস্তা সিএসসি, ফাদার বার্ণার্ড পালমা, কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও'র সাথে আরো অনেকের নাম উল্লেখযোগ্য।

মাণ্ডলিক বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে পোপীয় চিঠি, বাণী ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দলিল অনুবাদের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশ ও কমিশনের সাথে যুক্ত ফাদারগণ ভূমিকা রাখছেন। এক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষা থেকেই অধিকাংশ অনুবাদ হয়ে থাকে। ল্যাটিন ও ইটালিয়ান ভাষা থেকেও কিছু লেখা সরাসরি অনুবাদ করা হয়েছে। বিশেষ করে রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ফাদার সুনীল ডানিয়েল রোজারিও পোপীয় পত্র ও মাণ্ডলিক সমসাময়িক সংবাদের বাংলা অনুবাদ বরেন্দ্র দূত অনলাইনে প্রতিনিয়ত প্রকাশ করছেন। বিদেশী ফাদারদের মধ্যে সিলভানো গারেল্লো ও আরতুরো পিমে'র অনুবাদ কাজ বাংলাদেশ মণ্ডলীর জন্য সম্পদস্বরূপ। আরো অনেক বিদেশী ফাদার অনুবাদের কাজে যুক্ত ছিলেন; এক্ষেত্রে ফাদার লুইজি পিনোস ও মারিনো রিগ্যানের নাম উল্লেখযোগ্য।

ছবি: ইন্টারনেট

আমার ধারণা, অনুবাদ কাজে বাংলাদেশ মণ্ডলী এখনো অনেকদূর পিছিয়ে আছে। আর এই উপলব্ধি এসেছে কর্মশালায় বিভিন্ন দেশ থেকে অংশগ্রহণকারীদের অনুবাদকর্ম দেখে। অনুবাদ প্রসঙ্গে তাদের ধারণা, দক্ষতা, অধ্যবসায়, পড়াশুনা ও পুস্তকের প্রাচুর্য তাদের মণ্ডলীর অনুবাদকর্মকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অনেক দেশের ফাদারগণ বাদেও খ্রিস্টভক্তগণকে দেখলাম তারা বিভিন্ন পড়াশুনার পাশাপাশি মাণ্ডলীক দলিলপত্র ও লেখা প্রতিনিয়ত পড়েন। বাংলাদেশে আমরা উপলক্ষ্য দেখে অনুবাদ কাজ করছি ঠিকই কিন্তু অনুবাদকর্মের আনন্দ নিয়ে মাণ্ডলিক প্রকাশনাকে সমৃদ্ধ করতে হয়তোবা প্রচেষ্টা শতভাগ প্রয়োগ করছি না। অবশ্য এটাও সত্য যে, অনুবাদকর্ম সহজ একটি কাজ নয়। অনুবাদের জন্য ব্যক্তি নির্বাচন ও প্রশিক্ষণের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ খ্রিস্টান বাংলা ভাষাভাষী হওয়ায় বাংলা অনুবাদকর্ম একসাথে করতে পারলে বাংলা ভাষা অনুবাদে সমৃদ্ধি আসবে। এইদিক দিয়ে বলা যায়, পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে বাংলাদেশ মণ্ডলী অনুবাদকর্মে ইতিমধ্যে অনেকদূর এগিয়েছে। বাংলাদেশে শুধুমাত্র বাংলা ভাষায়ই নয়; বরং অন্যান্য আদিবাসী ভাষায় মাণ্ডলীক অনেক প্রকাশনা বাংলা থেকে অনুবাদ করা হচ্ছে। কয়েকদিন পূর্বে ফেসবুকে দেখলাম ত্রিপুরা ভাষায় খ্রিস্টযাগ কাঠামো রীতি অনুবাদ করে ত্রিপুরা আদিবাসী খ্রিস্টানরা নিজস্ব ভাষায় খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করছে। আনন্দের বিষয়- বাংলাদেশে সান্তাল (হড়), উঁরাও ও গারো (মান্দি) আদিবাসীদের জন্য নিজস্ব ভাষায় বাইবেল রয়েছে। এছাড়া কয়েক বছর যাবৎ সিল (SIC) বাংলাদেশের সহায়তায় মাহালী ভাষায়

বাইবেল অনুবাদের কাজ করা হচ্ছে। দুঃখের বিষয়- আদিবাসী ভাষাগুলোর নিজস্ব বর্ণমালা না থাকায় এই অনুবাদ কাজ করতে হচ্ছে রোমান ও বাংলা হরফ ব্যবহার করে।

ব্যাংককে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রায় প্রতিটি ভাষাভাষীর মধ্যে একটি বিষয় উঠে এসেছে যে, মাণ্ডলিক অনেক শব্দ নিজস্ব ভাষায় এখনো পর্যন্ত অনুবাদ করা সম্ভব হয়নি। ল্যাটিন বা ইংরেজি ভাষার শব্দাবলীর মধ্যেই এখনো আমরা ঘুরাফেরা করছি। এটাকে ভাষার অপ্রাচুর্যতা ও অপ্রতুলতা বলা যেমন ঠিক তেমনি চেষ্টার অভাব বললেও অত্যুক্তি হবে না। আবার বলা যায় যে, নিজস্ব ভাষার শব্দ ব্যবহার করলে অনেক শব্দ অর্থবোধক হয়ে ওঠে না। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে এই বিষয়টি আরো স্পষ্ট। বাংলায় একটি শব্দের একাধিক সমার্থক শব্দ থাকলেও আমরা ব্যবহার করতে পারছি না। বরং উৎস শব্দটিই সবার নিকট অর্থবোধক হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে 'সিনোডালিটি' শব্দটি উদাহরণ হতে পারে। আমরা এর বাংলা করেছি 'একসাথে পথচলা'। তবে সিনোডালিটি শব্দটিই গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। অন্যদিকে একই শব্দের বিভিন্ন অর্থ দাঁড়াতে পারে; যেমন চার্চ অর্থ গির্জাঘর, মণ্ডলী, খ্রিস্টযাগ, মিশন, খ্রিস্টান সম্প্রদায়। আবার একই শব্দ অঞ্চলভেদে আলাদা অর্থ দাঁড়ায়; যেমন যাজক, পাদ্রী, ফাদার, পুরোহিত, স্বামী ও আচার্য। অনুবাদ আমরা যেভাবেই করি না কেন সে ক্ষেত্রে কৃষ্টি-সংস্কৃতি, অর্থ, গ্রহণযোগ্যতা, বোধগম্যতা, ভাষার মাধুর্য, সুখপাঠ্য ও শ্রুতিমধুর বিষয়টি গুরুত্বের সাথে দেখতে হয়।

অনুবাদ এক জগতের আলোকে অন্য জগতের সাথে মিশিয়ে দেয়। এক ভূমির সুস্বাদু বৃক্ষকে অন্য ভূমিতে রোপণ করে সেই ফলের স্বাদ অন্যকে প্রদান করে অনুবাদ কাজ। অনুবাদের ক্ষেত্রে উৎস-ভাষার আভিধানিক অর্থ জানাই যথেষ্ট নয়। অঞ্চলভেদে এমনকি সময়ভেদেও শব্দের প্রায়োগিক বা ব্যবহারিক অর্থও জানতে হয়। একই ধরনের দুটি শব্দ পুরোপুরি ভিন্ন অর্থ বোঝাতে পারে। সান্তাল আদিবাসীদের গির্জা বললে তারা খ্রিস্টযাগ আর গির্জা করা বলতে খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণকেই বুঝে থাকে। এই কারণে অনুবাদ কেবল ভাষাগত বিষয় নয়, সাংস্কৃতিক বিষয়ও বটে। অনুবাদ কাজ ভাষা থেকে ভাষায় রূপান্তর শুধু নয়; পাশাপাশি নিজের ভাষার আদ্যপান্ত যেমন জানা দরকার তেমনি যে ভাষা থেকে অনুবাদ করা হচ্ছে সেই ভাষা জানাটাও গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশ মণ্ডলীর সবচেয়ে বড় ধর্মতাত্ত্বিক বিদ্যাপিঠ হচ্ছে বনানী সেমিনারী। এখানে রয়েছে বিশাল লাইব্রেরী। বিশ্বের অনেক ভাষার বইয়ের ভাণ্ডার বলাটা অত্যুক্তি হবে না। তবে ভাষা জানা না থাকায় বইগুলো অব্যবহৃতই থেকে যাচ্ছে। এই বাস্তবতা শুধু এই প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই নয় বরং দেশীয় প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানের সর্বত্রই বিদ্যমান। বিদেশী ভাষার প্রতিই আমাদের নির্ভর করতে হচ্ছে। ফাদার সিলভানো গারেল্লো জীবিত থাকাকালীন যতবার সাক্ষাৎ হয়েছে তিনি বলতেন, 'বাপু, বনানী সেমিনারীতে তোমাদের ইংরেজিতে পড়িয়ে কি হবে। তোমরা তো বাংলা ভাষাভাষী জনগণের সাথে কাজ করবে'। কথাটি একান্ত সত্য! তবে পাঠ্যপুস্তকের বাংলা অনুবাদ না থাকায় হয়তো সে পরিস্থিতি হচ্ছে। বনানী সেমিনারীর খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিহাস বিষয়ক অধ্যাপক ফাদার দিলীপ এস. কস্তা সেমিনারীয়ানদের সহায়তায় অনুবাদ কাজটি সম্পন্ন করে লাইব্রেরীতে রাখছেন; যা বাংলা অনুবাদকর্মকে সমৃদ্ধ করছে। তবে অনুবাদগুলো পরিমার্জন-পরিশোধন ও যোজন-বিয়োজন করে বইয়াকারে প্রকাশ করা যায়। বনানী সেমিনারীতে অনুবাদ বিষয়ক একটি বিষয় বা সাবজেক্ট যুক্ত হলে মন্দ হয় না। মাণ্ডলিক সংবিধান (ক্যাননল) ইংরেজি ভাষায় হওয়ায় অনেকেই সেটা পড়তে পারছেন না; তাই মাণ্ডলিক সংবিধানের বাংলা অনুবাদ সময়ের দাবি।

অনুবাদ সম্পর্কে সাধারণের মধ্যে আরও কিছু বদ্ধমূল ধারণা হল অনুবাদ কখনও মূলের সমমর্যাদায় আসতে পারে না। মূল যদি হয় মাস্টার তাহলে অনুবাদ হল সারভেন্ট বা ভৃত্য। কিন্তু এটা সত্য যে, মূলের চেয়ে অনুবাদটিই অনেক সময় ভালো ও গ্রহণযোগ্যতা পেতে পারে। বর্তমান বিশ্বে ইংরেজি আন্তর্জাতিক ভাষা হওয়ার কারণে ইংরেজি ভাষার সাথে অন্য ভাষার অনুবাদ সমস্যা নিয়ে ব্যাপক গবেষণা হলেও বাংলার সাথে খুবই নগণ্য। বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলী মাণ্ডলিক পুস্তক, তথ্য ও দলিলপত্র অনুবাদে এগিয়ে আসতে পারে। আর তা করার জন্য অনুবাদককে পেশাদারিত্বের পর্যায়ে উন্নীত, অনুবাদকের প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে উত্তরোত্তর দক্ষতা বৃদ্ধির চেষ্টা, অনুবাদককে আন্তর্জাতিকভাবে সংযুক্ত হওয়া, নিয়মিত সম্মেলন বা কনফারেন্সের আয়োজন করা এবং অনুবাদকর্ম ও অনুবাদ তত্ত্বের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা জরুরী। বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলী তা করতে পারলে একদিন অনুবাদকর্মে বেশ সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠবে।

ঐক্য সেবা সমৃদ্ধি

বনপাড়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

Bonpara Christian Co-operative Credit Union Ltd.

বনপাড়া পৌরসভা, ডাকঘরঃ হারোয়া, জেলাঃ নাটোর।

রেজি. নং- বড়াই ১/১৯৮৫ সংশোধিত ০৩/০৯,০৬/১১

Phone & E-mail: 01718840505, bonpara.credit@gmail.com

স্মারক নং- বিসিসিসিইউ ১৪/২০২৪ তারিখ: ০৩/০৮/২০২৪ খ্রিঃ

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

বনপাড়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর কার্যালয়ে "আইনি পরামর্শক (০১) এক জন, ঢাকা কালেকশন বুথ এর জন্য জুনিয়র অফিস সহকারী (০১) এক জন (পুরুষ), বনপাড়া প্রধান কার্যালয়ে অফিস ম্যাসেঞ্জার (০১) এক জন (পুরুষ) ও আয়া-কাম-ক্লিনার (০১) এক জন (মহিলা)" পদে শর্তানুযায়ী চুক্তি ভিত্তিতে কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীদের কাছ থেকে আগামী ১৫/০৮/২০২৪ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে;

শান্ত পালমা
জেনারেল সেক্রেটারী
মোবাইল: ০১৭১৮-৮৪০৫০৫

বিজ্ঞ/১৭৯/২৪

গত সংখ্যার বাকি অংশ

হারিয়ে যাওয়া খ্রিস্টীয়ান জনপদ পরিপ্রেক্ষিত ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ

ড. ইসিদোর গমেজ

আজ মেঘুলা-মালিকান্দায় কোন খ্রিস্টান বাড়িঘর না থাকলেও আঠারগ্রাম, এমনকি ঢাকাসহ অন্য এলাকার খ্রিস্টভক্তগণ সেখানে যাচ্ছেন। মালিকান্দা খ্রিস্টান কবরস্থান উদ্‌ঘাটন ও ৫ জুন ২০০১ খ্রিস্টাব্দে আঠারগ্রাম ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের আয়োজনে বিশপ লিনুস এন গমেজ এস.জে. কর্তৃক কবরস্থান আশীর্বাদ করার পর থেকেই সেস্থান খ্রিস্টভক্তদের পদচারণায় উদ্‌জীবিত হতে থাকে। তারপর হাসনাবাদ ধর্মপল্লীর নেতৃত্বে ও অন্যান্য ধর্মপল্লীর সহযোগীতায় প্রতিবছর নভেম্বর মাসে মৃতলোকদের আত্মার কল্যাণে জাঁকজমকভাবে খ্রিস্টযাগ ও সহভাগীতা অনুষ্ঠান হয়। স্থানীয় মুসলিম নেতৃবৃন্দও সহভাগীতায় অংশগ্রহণ করেন এবং অনুষ্ঠান আয়োজনে সহযোগীতা করেন। কবরস্থানটিকে চিহ্নিত করা থেকে শুরু করে, তার সীমানা নির্ধারণ, মেইন রোড থেকে কবরস্থানে যাবার রাস্তার উন্নয়ন, কবরস্থানের চারিদিকে প্রাচীর নির্মাণ, কবরস্থানের ভিতরে দীর্ঘ ১৮/১৯ বছর ঘর তুলে বসবাসকারী একটি মুসলিম পরিবারকে কবরস্থানের বাইরে জায়গা বরাদ্দ দিয়ে পুনর্বাসন করা- সকল কাজে খালাম্মা সোনাবানু, সোনামুদ্দিন ভাই, নরিশা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, মালিকান্দা-মেঘুলার মেম্বার, মেঘুলা-মালিকান্দা কলেজের প্রিন্সিপাল প্রফেসর আবুল বাশার, ডাঃ শাহজাহান, রুবেলসহ সবাই একেবারে আপন মনে করে সহযোগীতা করেছেন। প্রায় দুই যুগ হতে চলল মালিকান্দায় আমাদের যাওয়া আসার।

মালিকান্দা ও গ্রামটি ঐতিহাসিকভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও সমৃদ্ধশালী ছিল। কয়েকটি খ্রিস্টান পরিবার ছিল অত্যন্ত অবস্থাপন্ন ও প্রভাবশালী- ছোট খাট তালুকদার। মালিকান্দা গ্রামে মহাত্মা গান্ধী দুইবার এসেছিলেন, প্রথমবার ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে একদিনের জন্য, পরে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে পাঁচ দিনের জন্য। এই গ্রামের সন্তান রসায়নে পিএইচ.ডি. ডিগ্রীধারী ড. প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ই তাঁর এলাকায় তাঁকে নিয়ে এসেছিলেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, অহিংস আন্দোলন চলাকালে। আর এই ড. প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ হয়েছিলেন স্বাধীন ভারতে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী (১৯৪৭-৪৮)। গান্ধীজীর স্মৃতি হিসেবে গান্ধী আশ্রম নামে মাঠসহ একটি কুঠি আছে।

একটি কথা বলতেই হয়, আমি নিবীড়ভাবে দেখার চেষ্টা করেছি এ এলাকার মানুষের আচার-আচরণ, বাড়ি-ঘর, মানুষের অবয়ব, গ্রামের গঠন (রাস্তা-ঘাট-হালট) এবং শতবর্ষী নারিকেল, সুপারী গাছের সমাহার। সুবিস্তৃত মাঠসহ একটি শতবর্ষ পুরাতন স্কুল ঘর, যার নাম ছিল ফিরিঙ্গী বাড়ি (আদু ফিরিঙ্গীর) প্রাইমারী স্কুল। আজ এখানে খ্রিষ্টানগণ না থাকলেও তাদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি একেবারে বিলীন হয়ে যায় নি। সমাজবিজ্ঞানী, নৃ-বিজ্ঞানী বা ইতিহাসের ছাত্র/শিক্ষক গবেষণার বিষয় হিসাবে মেঘুলা-মালিকান্দাকে বেছে নিতে পারেন।

নাগেরকান্দা: খ্রিস্টীয় জনপদ নাগেরকান্দা সম্পর্কে কথা বলতে বা লিখতে আমার খুব কষ্ট হয়। এইতো সেদিনের কথা, ষাট-সত্তর বছর আগেও এই গ্রামে সারি সারি খ্রিস্টান বাড়ী ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের হাতে কোন প্রকাশিত তথ্য নেই। লটাখোলা ও নাগেরকান্দা গ্রামে কাথলিক জনসংখ্যা কত ছিল! এই গ্রামটি হাসনাবাদ ধর্মপল্লীর অন্তর্গত। হাসনাবাদ গীর্জা থেকে ৩/৪ মাইল দক্ষিণে এবং ইকরাশী গ্রামের নবনির্মিত গির্জাকা থেকে এক/দেড় মাইল দক্ষিণে নাগেরকান্দা গ্রামটি অবস্থিত। একসময় বড় একটি খ্রিস্টীয় জনপদ ছিল। এখানকার খ্রিস্টভক্তগণ রবিবার বা নির্দিষ্ট দিনে হাসনাবাদ ও মালিকান্দা উভয় স্থানে খ্রিষ্টযাগে যোগদান করতো।

নাগেরকান্দা গ্রামের প্রশাসনিক পরিচিতি- ঢাকা জেলা, দোহার উপজেলার ৩ নং রাইপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ। এখানকার খ্রিস্টানদের বাড়ি ও অনেক জমি-জমা ছিল লটাখোলা, হরিচন্ডি ও চরকুশাই মৌজায়। হরিচন্ডি ও চরকুশাই হলো মাহমুদপুর ইউনিয়নে। নাগেরকান্দা গ্রামের সি.এস. এবং এস.এ. (লটাখোলা মৌজা) বিশ্লেষণ করলে চোখের সামনে ভেসে উঠে একটি আদর্শগ্রামের চিত্র। পরিকল্পিত হালট ও বাড়ির অবস্থান, ঠিক যেন হাসনাবাদ গ্রামের মতো।

আজ থেকে ২৩ বছর আগে ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের জরিপ কাজে নাগেরকান্দা গ্রামে গিয়ে দেখা মিলে একটি মাত্র পরিবার, দুই ভাই- বোন, রোমান ও মাগ্রেট কস্তা। তাদের বাবা-মা অনেক আগেই পরলোক গমন করেছেন। দুই ভাই বোন মায়ের ভিটে আঁকড়ে রয়ে গেছে। ২০০১ খ্রিষ্টাব্দের ৫ জুন তারিখে ঝড় বাদলার দিনে মালিকান্দা খ্রিস্টান কবরস্থান আশীর্বাদ করার পর বিশপ লিনুস গমেজকে নিয়ে ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের দল গিয়েছিল মাগ্রেটকে দেখতে। মাগ্রেট আনন্দে আত্মহারা হয়েছিল, তাদের বাড়ীতে তার জীবনে প্রথম কোন বিশপের পদধূলি পড়ায়। সেই থেকে মাঝে মধ্যেই যাওয়া হয় ঐ গ্রামে। হেঁটে হেঁটে আদি খ্রিস্টান পাড়ার রূপ দেখেছি। স্থানীয় বয়োঃজ্যেষ্ঠদের কাছে জেনেছি নিকট অতীতের অনেক ইতিহাস। ৬০/৭০ বছর আগেও খ্রিস্টান ও মুসলিম সম্প্রদায় মিলে মিশে বাস করতো নাগেরকান্দা গ্রামে। খ্রিস্টান পাড়াটা ছিল একটানা পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রসারিত, দক্ষিণমুখী বাড়ি, সামনে সুবিস্তৃত হালট। একেকটা বাড়ি দেড়-দুই বিঘা জমি নিয়ে। সবারই আর্থিক অবস্থা ছিল স্বচ্ছল। তবে কেন এখানকার কাথলিক খ্রিস্টভক্তরা অন্যত্র চলে গেল? একটা যুক্তিসংগত কারণ জানা যায়। ১৮৮০/৯০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে দক্ষিণের প্রমত্তা পদ্মা নদীর উত্তর পাড়ে ভাঙ্গণ শুরু হয়। নাগেরকান্দা গ্রামটি ছিল নদী থেকে ৬/৭ মাইল উত্তরে। পঞ্চাশের দশকে নদীর ভাঙ্গন চলে আসে গ্রামের দুই তিন শত গজের মধ্যে। স্বাভাবিকভাবেই লোকজন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে নাগেরকান্দার ভিটে মাটি ছেড়ে ইকরাশী, হাসনাবাদসহ ভিতরের গ্রামগুলিতে গিয়ে আশ্রয় নেয় এবং পরবর্তীতে সেখানেই স্থায়ী হয়ে যায়। কোন কোন পরিবার পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে মাইগ্রেট করে। আবার দু'একটি পরিবারের আংশিক সেখানেই থেকে যায়। যেমন, একটি পরিবারের কর্তা নাগেরকান্দা থেকে গেছেন, পরিবার চলে গেছে ভারতে। এমতাবস্থায় তিনি একসময় একজন মুসলিম নারীকে বিয়ে করেছিলেন। তার পরিবারের কয়েকজনের সাথে আমার পরিচয় হয়েছিল, তারা মুসলিম। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, ফাদার শিমন প্যাট্রিক গমেজদের বাড়িও ছিল নাগেরকান্দা, সেখান থেকে তারা ইকরাশী গ্রামে গিয়ে স্থায়ী হয়েছে। ষাটের দশকের পর আবার নাগেরকান্দা খ্রিস্টান জনপদের দক্ষিণে পদ্মায় চর পড়তে শুরু করে এবং বিলীন হয়ে যাওয়া ভূমি জেগে উঠতে থাকে। আস্তে আস্তে গত ৫০/৬০ বছরে

জেগে ওঠা চরে এখন মানুষের বসতি গড়ে উঠেছে। নাগেরকান্দা থেকে পদ্মা নদী এখন ৩/৪ মাইল দক্ষিণ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। নতুন নামে গ্রামের গোড়াপত্তন হচ্ছে। সড়ক ও রাস্তাঘাটে সুন্দর যাতায়াত ব্যবস্থা। তবে খ্রিস্টানদের নাম একেবারে মুছে যায় নাই। একটি গ্রামের নাম পাদ্রির চর বা সাহেবের চর। স্থানীয় বিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছ থেকে জানা গেছে, পাদ্রির চরে (চরকুশাই মৌজায়) মিশনের ১৫/১৬ বিঘা জমি আছে, যেটি এখন গরু দাবড়ানীর মাঠ বলে পরিচিত। আমরা সরেজমিনে ঐ এলাকা পরিদর্শন করেছি। জানা মতে সেখানে খ্রিস্টানদের অনেক জমি সরকারী খাস হয়ে আছে। চরের গ্রামের জনৈক খালেক মিয়ার সাথে আমাদের পরিচয় হয়েছে। সে ১৮/১৯ বছর যাবৎ একটি জমিতে ঘর তুলে বসবাস করছে। সে জানে, ঐ জমি তার নয়। তার বিবেক আছে। আমাকে কাগজ-পত্র দেখিয়ে মালিকের খোঁজ করছিল। অবশেষে আমার মাধ্যমে খুঁজে বের করেছেন জমির মালিক হাসনাবাদ নিবাসী এমিলিয়াকে।

ফিরে যাই হরিয়ে যাবার পথে খ্রিস্টীয় জনপদ মাগ্রেট কস্তার, তথা নাগেরকান্দা বাবু মিস্ত্রির বাড়ী। হ্যাঁ, আঠারগ্রামের বিশেষত্ব অনুয়ায়ী সেখানকার কয়েকটি বাড়ির নাম বলি: শুক্রা গমেজের বাড়ি, আদু গমেজের বাড়ি, চার্লির বাড়ি, বেঙ্গার বাড়ি, বাঘার বাড়ি। নাগেরকান্দা গ্রাম ছাড়িয়ে পশ্চিমে জামালচর, হরিচন্ডি, কার্ত্তিকপুর, মৈনট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল খ্রিস্টান বসতি। মাগ্রেট ও রোমানকে কেন্দ্র করে আমাদের প্রচেষ্টা ছিল হারিয়ে যাওয়া এই ঐতিহাসিক স্থানে পুনরায় খ্রিষ্টান বসতি, বা কোন একটি খ্রিষ্টীয় প্রতিষ্ঠান/স্কুল/ স্থাপন করা যায় কি না। কারণ এতে মাগ্রেট নিজস্ব একটি কমিউনিটি পেতো। মাগ্রেট লেখাপড়া করেছে, গোল্লা সেন্ট থেকলা গার্লস হাই স্কুল থেকে এসএসসি পাশ করে, তেজগাঁও মহিলা কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে। ডিগ্রীও পড়েছে। হলিক্রস সিষ্টারদের কলেজের সিষ্টারদের ওখানে থেকেছে, হয়তো ব্রতজীবনে প্রবেশ করতে চেয়েছিল। কিন্তু নিয়তি তাকে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে, তার গ্রাম নাগেরকান্দায়!

সময় চলে যেতে থাকে। ভাই রোমান নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ২০১১ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে মৃত্যুবরণ করে। তখন মাগ্রেট ওয়ারিশ সূত্রে বাড়িসহ সাড়ে চার বিঘা জমির একমাত্র মালিক হয়ে একাকী জীবন যাপন করতে থাকে। অনেকে অনেক প্রস্তাব দেয়, কোটি টাকার সম্পত্তি বিক্রি করে ঢাকায় ফ্ল্যাট কেনা, হাসনাবাদে গিয়ে বাড়ি করা- কত কি! কিন্তু মাগ্রেট তার নাগেরকান্দার ভিটে মাটি ছেড়ে যাবে না। বাড়িতে এক ডজন বেড়াল, হাফ ডজন কুকুর, হাস-মুরগী, শতবর্ষী বড় বড় নারিকেল, চাপালিশ, আম, কাঁঠাল, জাম্বুরা, চালতা, গোড়ালেবু, শরবতি লেবু এবং বাঁশ ঝাড়কে আপন করে নিয়ে নিশ্চিন্তে বাস করতে থাকে, এতেই সে শান্তি পায়।

আমাদের উপর্যপুরি পরামর্শ ও অনুরোধের এক পর্যায়ে মাগ্রেট, বাড়ির উত্তর সীমানায় সড়ক/রাস্তা ঘেঁষে দশ কাঠা জমি স্কুল প্রতিষ্ঠা করার জন্য দান করতে সম্মত হয়। আমি বিষয়টি আর.এন.ডি.এম. সিষ্টারদের কয়েকজনের সাথে আলোচনা করি। বিশেষভাবে হাসনাবাদ সেন্ট ইউফ্রেজি স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সিষ্টার মাগ্রেট গমেজ, আরএনডিএম এর সাথে। তারপর এক বিকেলে (২০১৫ খ্রিষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে) হাসনাবাদের পালক পুরোহিত ফাদার অমল ক্রুশ, সিষ্টার মাগ্রেট, রোমিও নিখিলকে নিয়ে নাগেরকান্দা মাগ্রেটের বাড়ি যাই। প্রস্তাবিত স্থানটি সরেজমিনে দেখে খুব ভাল লাগে। পরিতৃপ্ত মনে ফিরে আসি। পরিকল্পনা করতে থাকি, কিভাবে কাজটি বাস্তবায়ন করতে পারি।

এরপর কয়েকমাস চলে গেল। হঠাৎ ২০১৫ খ্রিস্টাব্দের বড়দিনের আগে ফাদার আলবাট আমাকে জানালেন, মাগ্রেট তাঁর সমস্ত সম্পত্তি (১৩১ শতাংশ বাড়িসহ) ঢাকার আর্চবিশপ তথা কর্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও'র নামে রেজিষ্ট্রি করে দিয়েছে। এর কয়েকদিন পর আমাকে মাগ্রেট ফোনে বলেছে, ৯ ডিসেম্বর ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে দোহার উপজেলার সাব-রেজিষ্ট্রি অফিসে দুই/তিন জন ফাদার ও সিষ্টার মাগ্রেট-এর উপস্থিতিতে দলিল সম্পাদন করা হয়েছে।

মাগ্রেটকে দেখতে যাওয়া বা খোঁজ খবর নেয়া বন্ধ হয়নি। এরপরও বিভিন্ন কাজে এবং সম্পত্তিগত সমস্যা সমাধানে আমি বিশপ শরৎ গমেজ, ফাদার খোকন গমেজ, সিষ্টার মাগ্রেট গমেজ ও হাসনাবাদের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে মাগ্রেট কস্তার দান করা বাড়িতে গিয়েছি। মাগ্রেটের পুরানো ঘরের ভিটেতে ঢাকা আর্চডাইয়োসিস দুই কক্ষের নতুন একটি সেমি পাকা ঘর নির্মাণ করেছে। ১৩ জুন ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ বিকেল বেলা বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ আনুষ্ঠানিকভাবে পবিত্রজল ছিটিয়ে আশীর্বাদ করে ঘর উদ্বোধন করেন। হাসনাবাদ ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার ম্যাক্সওয়েল, বর্ষীয়ান ফাদার আবেল বি রোজাও এবং হাসনাবাদ ও ঢাকার বেশ কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

এখনও মাগ্রেট সেখানে থাকছে, আর্চডায়োসিসের সম্পত্তির রক্ষাবেক্ষণ করে চলেছে।

ধাপারী, মাঝিরকান্দা ও সাদাপুর: হারিয়ে যাওয়া এই তিনটি খ্রিস্টান জনপদ আমাদের কাছে খুবই পরিচিত স্থান। একসময় এই গ্রামগুলিতে অনেক কাথলিক পরিবার বাস করতো। ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলাস্থ বান্দুরা ইউনিয়নের অন্তর্গত ধাপারী, মাঝিরকান্দা ও সাদাপুর ইছামতি নদীর তীরে অবস্থিত এবং গোল্লা ও হাসনাবাদ চার্চ থেকে মাত্র দেড়-দুই মাইল দূরত্বের মধ্যে। ধাপারীতে বাড়ি ছিল এমন কয়েকটি পরিবারের বর্তমান প্রজন্মের কয়েকজন মানুষ আমাকে চমকপ্রদ কিছু তথ্য দিয়েছেন। ধাপারী হলো ইছামতি নদীর উত্তর পাড়ে এক সময়ের বর্ধিষ্ণু গ্রাম গোবিন্দপুর গ্রামের দক্ষিণ পাড়ে। বান্দুরা হলিক্রস হাইস্কুলের সাথে গোবিন্দপুরের নাম সগৌরবে উচ্চারিত হয়। কারণ ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে স্থাপিত বিদ্যালয়টির আদি নাম ছিল, "বান্দুরা-গোবিন্দপুর হলিক্রস ইংলিশ হাই স্কুল"। ধাপারীতে বাড়ী করেছিলেন আমাদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ পি. সি. গমেজ (চার্লি বেপারী) এর পিতা/পিতামহ। তারপর তারা চলে যান বক্সনগরে। বালিডিওর গ্রামের পেদ্রু সর্দারের পিতা/পিতামহ ধাপারী গ্রামে ছিলেন। এই সর্দাররা খুব প্রভাবশালী ছিল। ঐ এলাকার তৎকালীন জমিদারের সাথে বিরোধের কারণে নাকি তারা এক রাতের মধ্যে ধাপারী ছেড়ে বালিডিওর চলে গিয়েছিলেন। পেদ্রু সর্দার ১০১ বছর বেঁচে ছিলেন। ২০০২ খ্রিস্টাব্দে তার সাথে সরাসরি কথা বলে আমি অনেক তথ্য পেয়েছি। তাঁর কাছ থেকে শোনা, সাদাপুরে সাহেবরা ক্যাম্প করেছিল। সেই সাদা চামড়ার লোকেদের কারণেই ঐ গ্রামের নাম হয় সাদাপুর। সাদাপুর এবং ধাপারীর মাঝখানে হলো মাঝিরকান্দা। মাঝিরকান্দা থেকে দক্ষিণে রাস্তা চলে গেছে ইকরাশীর দিকে এবং পশ্চিমদিকে বান্দুরা বাজারের দিকে। উল্লিখিত গ্রাম তিনটিতে এখন কোন খ্রিস্টান পরিবার বাস করে না, তবে গোল্লা, হাসনাবাদ ও তুইতাল মিশনের খ্রিস্টভক্তগণ এ পথ মাড়িয়ে চলাচল করছে।

মুশুরীখোলা ও ফিরিঙ্গীকান্দা: ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার অন্তর্গত ধলেশ্বরী নদীর তীরে অবস্থিত এই খ্রিস্টান বসতি সম্পর্কে আমার লেখা, "মুশুরীখোলা ও কিছু খ্রিষ্টীয় আদিভূমি এবং সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গ" শিরোনামে সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর ২০২১ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরের ৩২, ৩৩ ও ৩৬ তম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

(চলবে...)

তুমিলিয়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

স্থাপিতঃ ১৯৬৪ খ্রীঃ, রেজি নং-২৬/১৯৮৪ খ্রীঃ
সাধু যোহন বাপ্তিস্ত ভবন, মাদার তেরেজা সরণী, তুমিলিয়া ধর্মপল্লী, পোঃ অঃ কালীগঞ্জ
উপজেলাঃ কালীগঞ্জ, জেলাঃ গাজীপুর।

তারিখ: ৩০ জুলাই ২০২৪ খ্রী:

গৌরবময় ৬০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন ও ৫৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা তুমিলিয়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ-এর সম্মানিত সকল সদস্য-সদস্যা ও সংশ্লিষ্ট সকলের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, **আগামী ৩০ আগষ্ট ২০২৪ খ্রীষ্টাব্দ, রোজ শুক্রবার, সকাল ৮:৩০ মিনিটে সাধু মাইকেল পালকীয় মিলনায়তন, তুমিলিয়া মিশন, কালীগঞ্জ, গাজীপুর-এ** অত্র ক্রেডিট ইউনিয়নের গৌরবময় ৬০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন ও ৫৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত সভায় যথাসময়ে উপস্থিত থেকে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং সহযোগিতার মাধ্যমে সফল ও স্বার্থক করে তোলার জন্য সম্মানিত সদস্য-সদস্যাদের বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

প্রথম অধিবেশন

গৌরবময় ৬০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন

সময়: সকাল ৮:৩০ মিনিট

কর্মসূচী:

১। পবিত্র খ্রীষ্টযাগ উৎসর্গ (তুমিলিয়া গীর্জা) ২। বেলুন ও কবুতর উড়ানো
৩। সভাপতির শুভেচ্ছা বক্তব্য ৪। স্মৃতিচারণ (প্রাক্তন কর্মকর্তাগণ)
৫। ধন্যবাদ জ্ঞাপন।

দ্বিতীয় অধিবেশন

৫৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা

(১ জুলাই ২০২৩ খ্রীষ্টাব্দ হতে ৩০ জুন ২০২৪ খ্রীষ্টাব্দ)
সময়: সকাল ১১:০১ মিনিট

আলোচ্যসূচী:

০১। রেজিষ্ট্রেশন ও উপস্থিতি গণনা, আসন গ্রহণ;
০২। জাতীয় ও সমবায় পতাকা উত্তোলন;
০৩। পরলোকগত সদস্য-সদস্যাদের আত্মার কল্যাণার্থে ১ (এক) মিনিট নীরবতা পালন।
০৪। চেয়ারম্যানের স্বাগত বক্তব্য;
০৫। প্রধান অতিথি ও অন্যান্য সম্মানিত অতিথিদের বক্তব্য;
০৬। ৫৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন;
০৭। ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রমের উপর বাৎসরিক রিপোর্ট পর্যালোচনা;
০৮। বার্ষিক হিসাব বিবরণী বিবেচনা ও অনুমোদন ;
০৯। উদ্বৃত্তপত্র ও নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনা;
১০। পরবর্তী আর্থিক বৎসরের জন্য প্রাক্কলিত বাজেট পর্যালোচনা ও অনুমোদন;
১১। ঋণ গ্রহণের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ;
১২। দড়িপাড়া গ্রামে ভবন নির্মাণের অনুমোদন প্রসঙ্গে;
১৩। "সি" ক্যাটাগড়ির জমি বিক্রয় প্রসঙ্গে;
১৪। ঋণদান পরিষদের বার্ষিক রিপোর্ট পর্যালোচনা;
১৫। পর্যবেক্ষণ পরিষদের বার্ষিক রিপোর্ট পর্যালোচনা;
১৬। শিক্ষা কমিটির বার্ষিক রিপোর্ট পর্যালোচনা;
১৭। বিবিধ;
১৮। কোরাম পূর্তি লটারি, সহযোগি সদস্য লটারি ও সাধারণ লটারি ড্র (সাধারণ লটারি ও সহযোগি সদস্য লটারি শুধু উপস্থিত নিয়মিত সদস্য-সদস্যাদের মধ্যে);
১৯। ভাইস চেয়ারম্যান কর্তৃক ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও সমাপ্তি ঘোষণা;
২০। মধ্যাহ্ন ভোজ।

সম্মানিত সদস্য-সদস্যাদের সকাল ৮:০১ মিনিট হতে ১১টার মধ্যে নাম রেজিষ্ট্রেশন পূর্বক কোরাম পূর্তি লটারি, সাধারণ লটারি, সহযোগি লটারি ও খাদ্য কূপন সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করছি। কোরাম পূর্তি লটারিতে আকর্ষনীয় পুরষ্কার প্রদান করা হবে। সহযোগী সদস্যদের ক্ষেত্রে অভিবাবকগণ উপস্থিত হলেই রেজিষ্ট্রেশন করতে পারবেন। রেজিষ্ট্রেশণের জন্য সমিতি কর্তৃক প্রদত্ত পাশ বই অথবা আই.ডি. কার্ড সাথে নিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ধন্যবাদান্তে,

রিংকু লরেন্স গমেজ
সেক্রেটারি, ব্যবস্থাপনা কমিটি

বিশেষ দ্রষ্টব্য: সমবায় সমিতি (সংশোধিত) আইন ২০১৩-এর ৩৭ ধারা মোতাবেক কোন সদস্য-সদস্যা ক্রেডিট ইউনিয়নে শেয়ার ও ঋণ খেলাপী হলে তা পরিশোধ না করা পর্যন্ত উক্ত সদস্য-সদস্যা সাধারণ সভায় তাঁর অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না।

অনুলিপিঃ (১) জেলা সমবায় অফিসার, গাজীপুর; (২) উপজেলা সমবায় অফিসার, কালীগঞ্জ, গাজীপুর; (৩) তুমিলিয়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:-এর সকল সদস্য-সদস্যা।

বিজ্ঞ/১৮০/২৪

ভারতের আদি অধিবাসীদের সাথে অনুপম কয়েকটি দিন

বার্থা গীতি বাড়ৈ

১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দের ১৬-২৪ জুন AICUF কর্তৃক আয়োজিত ভারতের জাতীয় যুব সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য চট্টগ্রামস্থ সি.এস.ও (Christan Student's Organization) এর পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। জুন মাসের ১৩ তারিখে চট্টগ্রাম হতে বিমান যোগে ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা হই। ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন্স এর বিমানটি নির্দিষ্ট সময়ের ৪ ঘন্টা দেরীতে রওনা দিয়ে দমদম এয়ারপোর্টের মাটিতে ৫০ মিনিট পর অবতরণ করল। সেদিন সকালের ফ্লাইটে ঢাকা থেকে ভারত গমনকারী অপর দুজন বাংলাদেশী প্রতিনিধি পল পরী রোজারিও ও ডেনিস পবিত্র রোজারিও আমায় হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানালো। পরদিন রাত ৮ টার ট্রেনে আমরা রায়গড় এর উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলাম। রায়গড় ষ্টেশনে AICUF প্রেসিডেন্ট সুরেশ আমাদের আন্তরিক অভ্যর্থনা জানিয়ে রিক্সাযোগে রায়গড় মিশনে নিয়ে গেল। যেখানে আমরা পূর্বেই মাদ্রাজ হতে আগত অপর ৫ জন প্রতিনিধির সাথে মিলিত হলাম। রাত ১০ টায় AICUF সেক্রেটারী টম টমাস সহ অপর ৬ জন প্রতিনিধি এসে আমাদের দলের সংখ্যা বৃদ্ধি করল। পরদিন ভোর ৫ টায় আমরা বাস এ করে আমাদের প্রধান গন্তব্য স্থল কিংকুরীর উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে দুপুর দেড়টায় পৌঁছালাম। সেদিন বিশ্রাম নিয়ে নির্ধারিত দিনের এক দিন পর অর্থাৎ ১৭ জুন আমাদের সেমিনার শুরু হলো। সেমিনারের মূল ভাব ছিল "আদিবাসীদের জীবন যাত্রাকে সম্যক ভাবে উপলব্ধিকরণ"। ফাদার বনিফাস এক্কা অত্যন্ত সাবলীল ও আকর্ষণীয় ভাষায় ভারত বর্ষের মুন্ডা, খাড়িয়া, উঁড়াও প্রভৃতি আদিবাসী বিশেষ করে উঁড়াওদের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবন যাত্রার এক নব দিগন্ত আমাদের সামনে তুলে ধরলেন। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, প্রায় ১০ লক্ষ আদিবাসী সকলেই কাথলিক খ্রিস্টভক্ত।

পরদিন সকালে সমগ্র দলকে ৪ ভাগে ভাগ করে, কাজরা, বড়টোঙ্গরী, মরিয়ামতলী, যশপুরনগর এই ৪টি স্থানে এক একটি দলকে পাঠিয়ে দেয়া হল। আমার দলের জন্য স্থান নির্দিষ্ট হল বড়াটোঙ্গরী। ৭ জনের দলটি ৩ দিনের প্রয়োজনীয় চাল, ডাল, আলু ও পেয়াঁজ নিয়ে (আদিবাসীদের জীবন যাত্রার মানকে সত্যিকার ভাবে উপলব্ধি করার জন্য খাদ্য ব্যবস্থার এহেন প্রয়াস) বাসযোগে বড়টোঙ্গরী পৌঁছালাম বেলা ১১ টায়। এক মাটির তৈরী প্রাইমারী স্কুলে রান্নাবান্না ও ডান হাতের ব্যাপার সেরে বিকেলে বের হলাম আদিবাসীদের সাথে পরিচিত হতে। জীবন সার্থক হয়ে গেল সহজ, সরল, সৎ, সদাপ্রফুল্ল, পরিশ্রমী ও দরিদ্র এক আদিবাসী

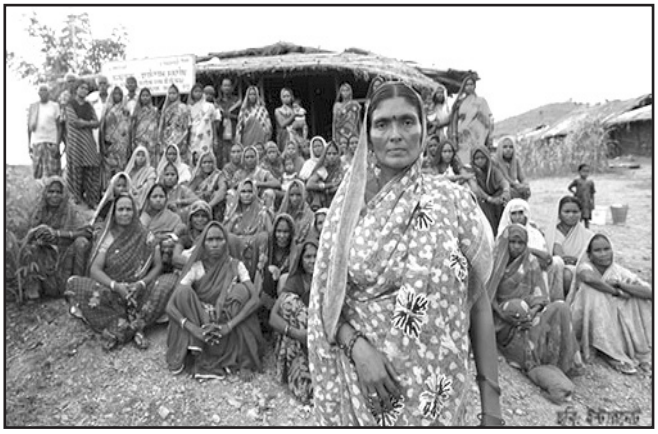

জাতির সংস্পর্শে এসে। এরাই ভারতের আদি অধিবাসী যারা হরপ্পা মহেঞ্জোদারো থেকে সভ্যতার দাবিদার সেই দস্যু তস্কর আর্যদের দ্বারা বিতাড়িত এক অতি নিরীহ জাতি। সদা কর্মব্যস্ত এই মানুষগুলো শত কাজ ফেলেও হাসিমুখে এগিয়ে এল আমাদের আতিথ্য করতে ও নানা প্রশ্নের জবাব দিতে। কোনো ঘরে আমাদের সকলের পা ধুয়ে দিল, কোনো ঘরে কষ্টি পাথরের থালায় চাল, তার উপরে একটি ডিম সাজিয়ে উপহার দিল, কোনো ঘরে হাঁড়িয়া বা Rice bear দিয়ে আপ্যায়িত করল। চারদিকে মাটির ঘর দিয়ে ঘেরা, মাঝখানে আঙ্গিনা বিশিষ্ট এদের বাড়িগুলো একপ্রকার নীলাভ মাটির দ্বারা আশ্চর্য শৈল্পিকভাবে নিকানো ও পরিচ্ছন্ন। চাষ কার্যের উপর জীবিকা নির্বাহ করলেও পানির অভাব প্রচণ্ড, অতি গভীর কূপের সুমিষ্ট, সুশীতল পানি প্রাণ জুড়িয়ে দেয়। শিক্ষিতের হার মোটামুটি ভাল হলেও এদের জন্য Non Formal Education অধিক প্রয়োজ্য। এরা খাদ্য হতে আরম্ভ করে বস্ত্র ও বাসস্থান সব বিষয়েই অত্যন্ত আত্মনির্ভরশীল। এদের আমি দেখেছি মহুয়ার বীচি হতে আহার্য তৈল নিষ্কাষণ করতে। রাতে কিশোরদের ঢাক করতালের তালে কিশোরী মেয়েদের সাথে নেচে এক অপার্থিব আনন্দের শরীক হয়েছি আমরা সবাই। নিজস্ব সংস্কৃতি ও কৃষ্টিতে সমৃদ্ধ এদের গানের সুর অত্যন্ত করুণ হৃদয়স্পর্শী যা কান্নার মুর্ছনা জাগায়। এদের সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে সভ্য সমাজের অনুকরণীয় এক অতি সুন্দর সাম্য ব্যবস্থা বিদ্যমান। ফলে শোষক বা শোষিতের অস্তিত্ব গড়ে উঠার কোনরূপ অবকাশ নেই।

জীবনের কতকগুলো অমূল্য দিন কাটিয়ে আমরা অশ্রুশিক্ত নয়নে এই সরলপ্রাণ সদাহাস্য মানুষগুলোর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে চললাম কিংকুরীর উদ্দেশ্যে। কিংকুরীতে ফিরে এসে শুরু হল চারটি দলের স্ব-স্ব অভিজ্ঞতা সহভাগিতা ও রিপোর্ট উপস্থাপনা। ফাদার বেণী এক্কা রিপোর্ট সমূহের সারাংশ নিষ্কাষণ করে, অতঃপর আদিবাসীদের ঐতিহাসিক পঠভূমি নিপুণ কারিগরের মত অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ ভাষায় আমাদের সম্মুখে চিত্রায়িত করলেন। তিনি আমাদের নিম্নোক্ত তিনটি প্রশ্ন দিয়ে, তিনটি দলে (আদিবাসী, বাংলাদেশী ও ভারতীয়) বিভক্ত করে দিলেন আলোচনার জন্য:-

১) ভারতীয়, বাংলাদেশি ও এই দুই দেশের আদিবাসীদের মধ্যে কি প্রকৃতির সমাজ ব্যবস্থা বিদ্যমান?

২) কোন ধরনের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিদ্যমান ও কেন?

৩) শাসন কার্যে বর্তমান সরকার কোন নীতির অনুসারী ?

আলোচনার মাধ্যমে ভারত এবং বাংলাদেশ সম্পর্কে যে উত্তর সমূহ বেরিয়ে এল তা' আমাদের সকলেরই জ্ঞাত। কিন্তু আদিবাসীদের ক্ষেত্রে এমন কিছু তথ্য

প্রকাশিত হলো যা ছিল আমাদের সকলের নিকটই অজ্ঞাত। তথ্যগুলি নিম্নরূপ:-

১) আদিবাসী সমাজ ব্যবস্থা বহুজাতিক নয় এক জাতিক বা সমজাতিক। কারণ তাদের মধ্যে বর্ণপ্রথা বা শোষক বা শোষণের কোনরূপ ব্যবস্থা নেই।

২) রাজনৈতিক ব্যবস্থা দুইটি পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল।

ক) গ্রাম্য সমাজ ব্যবস্থা- একটি গ্রামকে "তলা" তে ভাগ করা হয়। গ্রামের সর্দার বা মাহথো নির্বাচিত হন পঞ্চায়েতদের দ্বারা নির্বাচিত ব্যক্তি। খ) যদি অন্য কোন জাতি যেমন একজন মুন্ডা যদি গ্রামে বাস করে তবুও সে সেই গ্রামের গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না।

৩) আদিবাসীরা সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতির অনুসারী।

অতঃপর মিষ্টার মার্শাল টেইট, একজন নিবেদিত প্রাণ-সমাজ কর্মী, আদিবাসী জীবনযাত্রা পর্যালোচনা করে এই মন্তব্য করেন যে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আদিবাসীদের ন্যায্য অধিকার সংরক্ষণে ব্যর্থ হয়েছে। তিনি আরো বলেন যে, আদিবাসীদের সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনে মণ্ডলীর যতটুকু ভূমিকা গ্রহণ করা উচিত ছিল মণ্ডলী তা করেনি। ভিনসেন্ট টপ্পো তাঁর অভিব্যক্তি ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন যে, আদিবাসীরা এই দেশের (ভারতের) দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে সর্বক্ষেত্রে। আদিবাসীদের মধ্যে একতা ও পারস্পারিক সহযোগিতার মনোভাব বিদ্যমান থাকলেও সংগঠিত হওয়ার মানসিকতা অনুপস্থিত।

টপ্পো আরও বলেন যে, যতক্ষণ অব্দি না একতা শক্তিতে পরিণত হয় ততক্ষণ অব্দি সমাজ পরিবর্তনের ধারণা অলীক মাত্র।

সেমিনারের শেষ দিন আট দিন ব্যাপী সমস্ত আলোচনা পর্যালোচনা থেকে সারমর্ম উদ্ধার করে AICUF সেক্রেটারী টম টমাস খ্রিস্টীয় আত্মিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এই সমস্ত সমস্যার সমাধানকল্পে এগিয়ে আসতে সমগ্র ছাত্রছাত্রীদের আহ্বান জানান। অতঃপর, আমাদের বিবেক, চিন্তা-চেতনাকে জাগ্রত করে ভবিষ্যৎ করণীয় কর্তব্যসমূহের প্রতি দিক নির্দেশনা স্বরূপ নিম্নোক্ত চারটি প্রশ্নের ডালি আমাদের সামনে উপস্থাপন করে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

১) তুমি কি মনে কর যে আদিবাসিদের Bargaining চড়বিৎ বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের বর্তমান অবস্থার উন্নতি সাধন করা যাবে? এই ব্যাপারে খ্রিস্টান ছাত্র ছাত্রীদের কর্তব্য কি? অন্য কি পন্থা তুমি সুপারিশ কর?

২) কিভাবে তুমি মনে কর যে, AICUF অন্য সংস্থার সাথে সম্মিলিত উদ্যোগে আদিবাসীদের জন্য কাজ করতে পারে- যেমন খ্রিস্টান স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন (সি. এস.ও) এর সাথে।

৩) আদিবাসীদের জন্য AICUF কোন ধরনের কর্মসূচী ও অনুষ্ঠানসূচী হাতে নিবে- জাতীয় পর্যায়ে ও আঞ্চলিক পর্যায়ে?

৪) আদিবাসীদের সামাজিক ন্যায্যতা ও জনগণের শক্তি সংরক্ষণ ও তাদের বিভিন্ন কার্যকলাপের ক্ষেত্রে মণ্ডলীর মধ্যে যে এড়িয়ে চলার ভাব লক্ষণীয় এই ব্যাপারে AICUF এর করণীয় কর্তব্য কি?

বিঃদ্রঃ প্রথম মুদ্রিত হয়েছিল চট্টগ্রাম ক্যথি ড্রাল প্যারিস মুখপত্র "সেবক" ২৮ জুলাই, ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ সংখ্যায়।

কাফরুল খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

রেজিঃ নং-৮১৪/২০০৫, স্থাপিতঃ ১৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দ

৩৭৭, দক্ষিণ কাফরুল, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা-১২০৬।

সূত্রঃ কে.সি.সি.সি.ইউ.এল./২০২৪-২৫/০০৪ ৬ আগস্ট,২০২৪ খ্রীঃ

বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচন-২০২৪ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা কাফরুল খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ (রেজিষ্ট্রেশন নং- ৮১৪/২০০৫, স্থাপিতঃ ১৯৮৭ইং)-এর সকল সম্মানীত সদস্যগণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, গত ১৮/০৬/২০২৪ খ্রীঃ তারিখে ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী ২৫/১০/২০২৪ খ্রীঃ তারিখ, রোজঃ শুক্রবার, সকাল ১০ঃ০০ ঘটিকা থেকে বিকাল ৪ঃ০০ ঘটিকা পর্যন্ত (বিরতিহীনভাবে) সমিতির কার্যালয়ে অর্থাৎ সেন্ট লরেন্স চার্চ কমিউনিটি সেন্টার ৩৭৭ দক্ষিণ কাফরুল, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা-১২০৬ এ সমিতির উপ-আইন অনুযায়ী ১ (এক) জন সভাপতি, ১ (এক) জন সহ-সভাপতি, ১ (এক) জন সম্পাদক, ১ (এক) জন ম্যানেজার, ১ (এক) জন কোষাধ্যক্ষ, ৪ (চার) জন পরিচালকসহ মোট ৯ (নয়) সদস্য বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচনে সমিতির সদস্যগণের সরাসরি ভোটের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত বিশেষ সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করতঃ নির্বাচনকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো। নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাবলী অফিস চলাকালীন সময়ে নির্বাচন কমিটির নিকট থেকে জানা যাবে।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা গেলঃ

১। জনাব.....সদস্য নং.....কাফরুল খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ।
২। মেট্রোপলিটন থানা সমবায় অফিসার, মিরপুর, ঢাকা। উল্লেখ্য যে, অত্র সমিতির আদায়কৃত শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকার উর্ধ্বে।
৩। জেলা সমবায় অফিসার, ঢাকা। উল্লেখ্য যে, অত্র সমিতির শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকার উর্ধ্বে।
৪। নোটিশ বোর্ডে দেওয়া হলো।

ধন্যবাদান্তে -

রিচার্ড ভিনসেন্ট গমেজ
সভাপতি
কাফরুল খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

রোনাল্ড সনি গমেজ
সম্পাদক
কাফরুল খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

***বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ** ভোট কেন্দ্রে আসার সময় সমিতির পাশ বই সঙ্গে নিয়ে আসবেন। যাদের পাশ বই-এ ছবি নাই, তারা অবশ্যই পাশ বইয়ে ছবি লাগিয়ে সমিতির অফিস থেকে সীল মেরে নিবেন, অন্যথায় ভোট দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।*

বিজ্ঞ/১৭৮/২৪

এটাই আমার বৃদ্ধাশ্রম

বেঞ্জামিন গমেজ

প্রাচীনকালে 'আশ্রম' এর অর্থ ছিল গুরুত্বপূর্ণ। যারা সংসার জীবন ত্যাগ করে আধ্যাত্মিক সাধনায় জীবন কাটাতে চায় আশ্রম তাদের জন্য। এখানে থাকত স্বপরিবারে ঋষি বা শিক্ষাগুরু। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে শিক্ষাব্যবস্থা ছিল আশ্রমভিত্তিক। বাবা-মা সন্তানদের আশ্রমে পাঠাতেন, সেখানে বিদ্যা অর্জন শেষে পরিবারে ফিরে আসতেন এবং সেই মত জীবনযাপন করতেন।

বৃদ্ধাশ্রম হলো মূলত বৃদ্ধ নারী-পুরুষের আবাসস্থল। বৃদ্ধাশ্রমকে ইংরেজিতে বলা হয় Old Age Home, বৃদ্ধাশ্রম সাধারণত জনবসতি এলাকা থেকে দূরে তৈরি করা হয়। প্রাচীনকালে বৃদ্ধাশ্রম প্রথম তৈরি হয় চিন দেশে। বৃদ্ধাশ্রমের সৃষ্টি হয়েছে মূলত অসহায় বৃদ্ধ মানুষের জন্য, যাদের কোন আশ্রয় নাই, দেখার কেউ নাই, তাদের জন্য। পরিবর্তনশীল জগতে বৃদ্ধাশ্রমেও পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে। বর্তমান সভ্য জগতেও মানুষকে বৃদ্ধাশ্রম যেতে হয়, পরিবারের সদস্যরা দায়িত্ব নিতে চায় না বলে। বৃদ্ধাশ্রম অবহেলিত বৃদ্ধদের জন্য শেষ আশ্রয়, মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া তাদের আর কিছুই করার থাকে না। ঈশ্বরের দশ আজ্ঞার চতুর্থ আজ্ঞা হল "পিতামাতাকে সম্মান করিবে।" এখানেও পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে, বিভিন্ন পরিবারের অবস্থা বা অবস্থান লক্ষ্য করলে মনে হয় যেন পিতামাতা সন্তানকে সম্মান করিবে। অনেক পরিবারে এটাই বাস্তবতা। বৃদ্ধাশ্রম আসলে একটি স্রোতের মত। সন্তানেরা তাদের বৃদ্ধ পিতামাতাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠায়, আবার এইসব সন্তানেরা যখন বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা হবে তারাও বৃদ্ধাশ্রমে প্রেরিত হবে তাদের সন্তানদের দ্বারা। অর্থাৎ যেমন কর্ম তেমন ফল। আমি যেমন ব্যবহার করব, তেমন ব্যবহার পাইব, এটাই স্বাভাবিক।

একদিন এক গল্পকার বলতেছিল, এক কৃষক পরিবার, পরিবারে অনেক ছেলেমেয়ে, তাদের অনেক জমি, সকলেই কৃষিকাজ করে। ছেলেমেয়েরা বড় হল, সংসার জীবন শুরু করেছে, সকলে নিজ নিজ কাজ আর সংসার নিয়ে ব্যস্ত। আবার কৃষি কাজও করতে হয়। বাব-মা'র অনেক বয়স হয়েছে, কাজ কর্ম আগের মত করতে পারে না। তাদের এখন সেবা পাওয়ার সময়। কিন্তু ছেলেমেয়েরা কেউ স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসে না, ডেকেও সহজে কাউকে পাওয়া যায় না। তাই ছেলেমেয়েরা আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিল বৃদ্ধ বাবা-মাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দিবে। তারাই ভাল একটি বৃদ্ধাশ্রম দেখতে লাগল। একদিন সকল ছেলেমেয়েরাই বাবা-মার সাথে আলোচনায় বসল, বড় ভাই দাঁড়িয়ে বাবা-মাকে বলতে লাগল, আমরা সকল ভাইবোনেরা সংসার জীবনে অনেক ব্যস্ত থাকি, আবার কৃষিকাজও করতে হয়, আমরা তোমাদের সেবা দানের জন্য সময় দিতে পারি না, তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, বাবা-মা তোমরা বৃদ্ধাশ্রমে যাবে, সেখানে ভালে থাকবে। কথা শুনে বৃদ্ধ বাবা-মা অশ্রুসিক্ত নয়নে সন্তানদের দিকে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল।

ছবি: ইন্টারনেট

অবশেষে বৃদ্ধা মা বলে উঠল, "তোদের অনেক সাহস, আমি তোদের জন্ম দিয়েছি, অনেক কষ্ট করে লালন পালন করেছি, রোগ শয্যায় অনেক রাত জেগেছি, কষ্টকে কষ্ট মনে করি নাই, দায়িত্ব মনে করেছি, হাসিমুখে দায়িত্ব পালন করেছি। এখনও সেবা দান করছি নাতি-নাতিনদের প্রতি, আদর-যত্ন করছি, গল্প করছি, কাছে টেনে নিচ্ছি, সারাক্ষণ ওরা কাছে কাছেই থাকে, ওদের সাথে কত আনন্দে রয়েছি, গভীর ভালেবাসা ও মায়ামমতায় ডুবে রয়েছি, আজ তোরা আমাদেরকে কি শুনালি! আমি তোদের যা বলতে পারি নাই, আজ তোরা তাই-ই আমাদেরকে বলতে পারলি!" তোদের বিবেক কি এই কথা বলে! আমার আর তোদের বিবেকের পার্থক্য বুঝে নে। মনে রাখিস, "বিবেক স্বয়ং ঈশ্বরের উপস্থিতি"। তোদের শিশুকালে আমি যদি বলতে পারতাম, "তোদের সেবা দানের জন্য আমি সময় দিতে পারি না," তা হলে তোদের অবস্থা কি হত? সন্তানেরা যা করতে পারে মা তা করতে পারে না। বাড়ীতে প্রাণের চাঞ্চল্য কমে গেল, পরিবেশটা যেন বিষাদময় হয়ে উঠল।

একদিন বৃদ্ধ বাবা সকালের নাস্তা ছেড়ে সকলকে বলল, আজ দুপুরে খাওয়ার পর আমি সকলকে নিয়ে বসব এবং কিছু কথা বলব, ছেলেমেয়েরা সকলেই মহাখুশী, ধরে নিল বাবা-মা বৃদ্ধাশ্রমে যেতে রাজী হয়েছে, সেই ব্যাপারেই কিছু বলবে। দুপুরে খাওয়ার জন্য অনেক ভালো বাজার করল। সকলে একসাথে মজা করে খেল। অতঃপর সকলে বৈঠকখানায় জড়ো হল। বৃদ্ধ বাবা একটি ফাইল নিয়ে সবার সামনে বসল। ফাইল দেখে সকলেই মনে করল, এটা নিশ্চয় সবার জন্য দলিল। সকলেই একে অপরের দিকে তাকাচ্ছে আর মুচকি হাসছে, এরা কতই না খুশী। বৃদ্ধা বাবা ফাইল নিয়ে চুপচাপ বসে আছে, কিছুই বলছে না, সবাই অধীর আগ্রহে বাবার দিকে তাকিয়ে আছে আর ফিসফিস করে বলাবলি করছে বাবা কিছু বলছে না কেন! বাবা ওদের অস্থিরতা লক্ষ্য করছে। এক সময় ফাইল থেকে বের করল একটি সাইনবোর্ড আর সকলকেই তা দেখাল। তা দেখে সকলেই অবাক হয়ে গেল এবং জানতে চাইল এটা কিসের সাইনবোর্ড? বাবা সকলকে তা পড়তে দিল, এতে লেখা ছিল "এটাই আমার বৃদ্ধাশ্রম।" সকলের আনন্দ যেন চুপসে গেল। সকলেই জানতে চাইল, এটা কোথায়? তাদের বাবা উত্তর দিল, এটা অতি নিকটে, সবার দৃষ্টি সীমানার মধ্যে, কেউ কিছুই বুঝে উঠতে পারল না, ভাবল তাদের বাবা আবোল তাবোল কথা বলছে। তাই সকলে বলে উঠল, বৃদ্ধাশ্রমটা আমাদের দেখাও। তাদের বাবা রাজী হলেন, সাইনবোর্ডটা হাতে নিলেন আর বললেন, আমার পিছনে পিছনে আসো। বাবা সকলকে নিয়ে ঘর থেকে বের হলেন, বাড়ীর গেটের বাহিরে সকলের সামনে সাইনবোর্ডটা গেটে টাঙ্গিয়ে দিলেন। আর সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এটাই আমার বৃদ্ধাশ্রম"। আমিই এখানে সকল বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সেবা দানের ব্যবস্থা করব। এখন তোমরা কে কোথায় যাবে চলে যেতে পার।

ফাদার সুনীল রোজারিও

শিক্ষার পতন-জাতির পতন

"তোমার জীবনে যে শিক্ষা কাজে আসেনি ঐ শিক্ষা কাউকে দিও না" বলেছেন উইলিয়াম পেন। আজকাল কেন জানি মনে হয়, আমরা যে সমাজে বাস করছি, পেশাদারিগণ সে সমাজের কল্যাণচিন্তা না করে নিজের কল্যাণচিন্তাকে করে তুলেছে গুরুত্বপূর্ণ। যে শিক্ষা আমাকে জনকল্যাণ করতে শেখায়নি- আমি যেনো সে শিক্ষা নিয়েই পেশাগত কাজে ভান করছি। "প্রত্যেকে আমরা পরের তরে", এই চিন্তাটা সমাজ থেকে অতীত হয়ে গেছে। সম্প্রতি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে ভাবতে গিয়ে এ চিন্তাটা মাথায় এসেছে। কোথায় গেলো সেই আপ্তবাক্য, "লেখাপড়া করে যে গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে। লেখাপড়া যে জানে সব লোকে তারে মানে"। আদিকাল থেকে শুনে আসছি শিক্ষকতা ছিলো একটি মহৎ পেশা। আর এখন? শিক্ষকতা যেনো লো-গ্রেডদের পেশা। কোনো পেশা জোটেনি বা যোগ্যতা নেই তাই শিক্ষকতা বেছে নিয়েছেন। শিক্ষকের মেয়ে খান্দানি বংশের নয়, তাই তার বিয়ে দেওয়া নিয়ে ভাবতে হয়। শিক্ষকগণ ছিলেন সমাজের বিবেক। আজো তারা আছেন তবে সমাজে তাদের কদর নেই। সমাজে ডেডিকেটেড শিক্ষক এখনোও আছেন।

শিক্ষা, সমন্বিত উন্নয়নের প্রধান চালিকা শক্তি। আদর্শ শিক্ষা ছাড়া জাতি গঠন সম্ভব নয়। মানসম্পন্ন শিক্ষা আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত সৈনিকের মতো। একমাত্র মানসম্পন্ন শিক্ষা তরুণদের জ্ঞানদান, ইতিবাচক মূল্যবোধ, ধারণা ও নৈতিকতা বিকাশে সহায়তা ক'রে বৌদ্ধিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নে নিজেকে ও জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তাই বলা হয় "শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড"। কিন্তু শিক্ষা যখন মান ও প্রাসঙ্গিকতা হারাতে থাকে, আসল শিক্ষার পরিবর্তে একাডেমিক সনদ অর্জনের পথে হয় জালিয়াতি, জাল ও ঘুষের মাধ্যমে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যায়, তাহলে সে জাতির ভবিষ্যত, তার বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের ভবিষ্যত অন্ধকার হয়ে পড়বে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

শিক্ষা যদি ক্ষমতা, প্রতিপত্তি, নেতৃত্ব ও অর্থশক্তিলাভের ব্যবস্থাপত্র হয় তাহলে বলতেই হয়, "যে শিক্ষার কর্ম নাই সে শিক্ষা মুখে চাই।" স্কুলে বকেয়া থাকার কারণে শিক্ষকরা পরীক্ষা কক্ষ থেকে শিক্ষার্থীদের বের করে দিয়েছেন, চিকিৎসক রোগিদের সেবাদানে বিরত থেকেছেন কারণ স্বজনদের কাছে পর্যাপ্ত অর্থ ছিলো না। কতো মেধাবী সন্তান শুধুমাত্র অর্থের অভাবে শিক্ষাবঞ্চিত হচ্ছে। অর্থের অভাবে হাসপাতালে মৃতদেহ আটকে রাখা। একজন চিকিৎসক যিনি মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য শপথ নিয়েছিলেন, তিনি যদি রোগির জীবন বাঁচানোর চেয়ে নিজের পকেটের যত্নবান হোন, বুঝতে হবে চিকিৎসা খাতে ধ্বস নেমেছে। এসবই উপযুক্ত শিক্ষা বা জীবনভিত্তিক শিক্ষার অভাব ইঙ্গিত করে। শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়লে শুধু জাতির মেরুদণ্ডই ভাঙ্গে না, ঠিকাদারের দালানও ভেঙ্গে পড়ে, সুবিচারের পথ বন্ধ হয়ে যায়, হিসাব রক্ষকের হাতে হিসাব তচনচ হয়, ধর্মীয় নেতাদের হাতে মানবতার মৃত্যু ঘটে, পরীক্ষকের হাত দিয়ে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়- আর তখন বুঝতে হবে জাতির জীবনে সংকটকাল সন্নিকট। একটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়লে তা থেকে জন্ম নেয় অসংখ্য অবাঞ্ছিত অব্যবস্থা- যে অবাঞ্ছিত অবস্থা ব্যক্তি, সমাজ, দেশ ও জাতিকে শুধু অমঙ্গলের দিকেই টেনে নিয়ে যাবে। একজন শিক্ষককে যতোটুকু নিজের, তার চেয়ে অনেক বেশি সমাজের হতে হয়। সে মানুষ গড়ার কারিগর, মানুষ গড়ার নিপুণ শিল্পী।

কোন অসুবিধা নেই- অযোগ্য ঠিকাদারের কারণে ভবনগুলো ভেঙ্গে পড়তে থাকবে, মানবতাহীন চিকিৎসক দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা চালিয়ে নিতে থাকবে, নকল লাইসেন্সধারী গাড়ি চালক রাস্তায় হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যাবে, ভুয়া ফার্মাসিস্ট জনগণের স্বাস্থ্য না দেখে ক্ষতিকারক ও মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ সরবরাহ করতে থাকবে, আর সমাজের বিবেক বলে পরিচিত আজকের বিবেকহীন শিক্ষক যখন ভবিষ্যত জাতি গঠনের দায়িত্বে থাকবে- বুঝতে হবে দেশে পতন শুরু হয়েছে। পরিতাপের বিষয় যে, অভিভাবকগণও দুর্নীতি চর্চায় সক্রিয়। তারা শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় প্রতারণা করার সুযোগ করে দিচ্ছে এবং শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় ভালো মার্ক নিয়ে পাস করছে। এ-প্লাস, গোল্ডেন এ প্লাস দিয়ে শিক্ষা ও শিক্ষার্থীকে এখন মূল্যায়ন করা হয়। শীঘ্রই এই শিক্ষার্থীরা দেশের গুরুত্বপূর্ণ পদে হাল ধরবে। একবার ভেবে দেখুন, তারা তখন বিশ্বের বাস্তব সমস্যাগুলো কীভাবে মোকাবেলা করবে। আবার এসব ব্যক্তি গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকাকালীন সময়ে তারা কী করেন- তা কখনোই কারোর চিন্তার বিষয় হয়ে ওঠে না। পেশা থেকে অবসর নেওয়ার পর দেখা গেলো তার সম্পদের পাহাড়। চাকুরি জীবনের ৩০/৪০ বছর তার ন্যায় বহির্ভূত আয় কারোও চোখে পড়েনি। এটা অবাককরা কাণ্ড। যখন চোখে পড়ে তখন সে সম্পদ নিয়ে দেশান্তর হয়ে গেছে। একজন প্রকৃত শিক্ষক সব সময় সত্যের উপাসক।

দেশে কোটা আন্দোলন নিয়ে ছাত্রদের আন্দোলন দেখলাম। অধিকার আদায়ে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে স্বাগত জানাই। কিন্তু ছাত্রদের এ আন্দোলন কেনো সীমা ছাড়িয়ে গেলো- এটা কি শিক্ষিতজনের অশিক্ষিত উসকানি নয় ? আমি কেনো আমার নিজের ঘরের আসবাবপত্র নষ্ট করবো। দেশ ও জাতির সম্পদ নষ্ট করা প্রকৃত ছাত্র-শিক্ষিতের কাজ নয়। এসব সম্পদ আমারও সম্পদ। শান্তিপ্রিয় আন্দোলন যখন অশান্তির জায়গায় গিয়ে পৌঁছে তখন শুরু হয় সহিংসতা, প্রাণহানী। সেটাই চেয়ে চেয়ে দেখলো দেশ বিদেশের শান্তিপ্রিয় মানুষ। ভবিষ্যতে এরূপ আর যেনো না হয়।

১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে নেলসন ম্যান্ডেলার নেতৃত্বে দক্ষিণ আফ্রিকা স্বাধীনতা লাভের পর, তাঁর সমর্থকরা শিক্ষা, সরকারি ও প্রাইভেট সেক্টরে কোটা ব্যবস্থার দাবি জানিয়েছিলো। উত্তরে নেলসন ম্যান্ডেলা বলেছিলেন, "কোনভাবেই শিক্ষা, সরকারি ও প্রাইভেট সেক্টরে কোটা ব্যবস্থা রাখা যাবে না, কারণ কোটা সংরক্ষণ এবং কোটা সংরক্ষণের রেজাল্ট পুরো জাতিকে ধ্বংস করে দিবে।" Nelson Mandela বলেছেন, "Destroying any nation does not require the use of atomic bombs or the use of long range missiles- it only requires lowering the quality of education and allowing cheating in the examinations by the students." বা "কোনোও জাতিকে ধ্বংস করার জন্য পারমাণবিক বোমা বা দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। এর জন্য শুধুমাত্র শিক্ষার গুণমান হ্রাস করা এবং শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় জালিয়াতির অনুমতি দেওয়া।" শিক্ষার গুরুত্বে তাঁর এই বাণী আজও মিথ্যা হয়ে যায়নি। পাঠকদের প্রতি রইলো শুভেচ্ছা।

নম্রতার পুরস্কার

বাতিস্তুতা এনসন হেমব্রম

এক দেশে একজন রাজা ছিলেন। সেই রাজাটি খুব ধন সম্পদের অধিকারী ছিলেন। দূরের দেশ গুলোতেও সেই রাজার খুব সুনাম ছিল। একদিন সেই রাজার রাজপ্রাসাদে একজন ভিক্ষুক এসে হাজির হলো। সেই রাজা ভিখারিটিকে দেখে জিজ্ঞেস করলো আপনার কি চাই এখানে? ভিখারিটি বললো, আমি অনেক দিন ধরে কিছু খাইনা আমাকে কিছু খাবার দিন। রাজা মনে মনে ভাবলো ভিখারিটির সাথে একটু মজা করা যাক। তাই সে একটি ফাঁকা থালা ভিখারির সামনে রাখলো। এবং বললো এই খাবার গুলো খেয়ে নিন। ভিখারিটি ফাঁকা থালা দেখে বুঝতে পারলো রাজা তার সাথে মজা করছে। কিন্তু সে কোন প্রতিবাদ করলো না। খাওয়ার অভিনয় করে ভিখারিটি বললো খাবার গুলো খুব সুস্বাদু হয়েছে। এবার রাজা একটি ফাঁকা গ্লাস ভিখারিটির সামনে নিয়ে এসে বললো ফলের রসটি খেয়ে নিন। ভিখারিটি এবারো বুঝতে পারলো রাজা মজা করছে। কিন্তু কোন প্রতিবাদ না করে ফলের রস খেয়ে নেওয়ার অভিনয় করলো এবং রাজা কে বললো ফলের রস খেতে খুব ভালো লেগেছে। তখন রাজা বললো আপনার ক্ষুধা মিটে গেছে। আপনি এখন যেতে পারেন। ভিখারিটি কিছু না বলে চুপচাপ প্রাসাদ থেকে চলে গেলে। রাজা মনে মনে ভাবলো আমি এতো মজা কললাম অথচ ভিখারিটি একটুও প্রতিবাদ করলো না বরং নম্র ভাবে সব মেনে নিল। সে ভিখারিটিকে প্রাসাদে ডাক দিল এবং তার নম্রতার প্রশংসা করলো। তার নম্রতার পুরস্কার স্বরূপ রাজা তাকে টাকা পয়সা ও একটি সুন্দর বাড়ি উপহার দিল। ভিখারিটি এতে খুব খুশি হলো।

মূলসুর : মানুষ সব সময় দাপট দেখাতে চায়। কিন্তু দাপট চিরকাল থাকে না। নম্রতা মানুষকে সত্যিকারের মানুষ হতে সাহায্য করে। প্রভু যিশু বলেছেন- "যাদের স্বভাব নম্র তারা ধন্য, কারণ পৃথিবী তাদেই হবে" *(মথি ৫:৫)*।

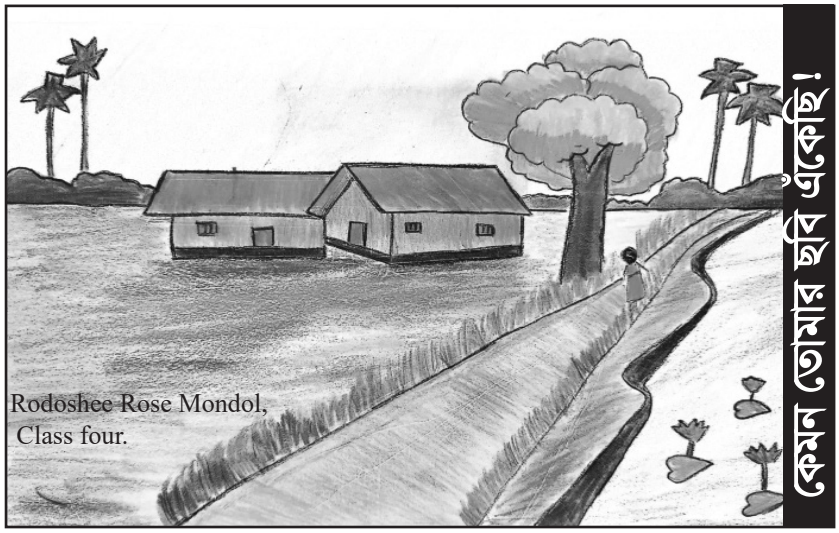

আদিবাসী তুমি, আদিবাসী থেকো

মাইকেল প্রিন্স লাকড়া

বৃহত্তর এই বিশ্ব রাজ্যে
পাহাড়-পর্বত-টিলা-জঙ্গলে,
অপূর্ব সমারোহের প্রকৃতির ভাণ্ডারে,
আদিবাসী নামে এক
জনগোষ্ঠী বাস করে।
আকার-আকৃতির কি এক বিচিত্র রুপে
কোথা থেকে এ ভবে এলে?
বিচিত্র গঠন, বিচিত্র সংস্কৃতি,
তাই তো তুমি আদিবাসী।
আদিত্বই হোক তোমার আধিপত্য
বিশ্ব-রাজ্য হোক তোমার
অধিরাজ্য।
আদিবাসী তুমি, আদিবাসীই থেকো,
নিজস্ব সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা
বজায় রাখো।
সহজ-সরল আর উদার মনায়
যাপিছ জীবন বিশ্বস্ততায়।
জীবনযাত্রার বহু কোনিকতায়,
অভূতপূর্ব এ পরিচয় তোমার।
নৃ-তাত্ত্বিক ও জাতিগত পরিচয়ে
বসতি, গোষ্ঠী ও বংশ তালিকাতে,
অর্থনীতি, সমাজনীতি ও খাদ্যভাসে
ধর্ম, বিবাহ ও নৃত্য-গানে,
পূজা-পার্বণ ও উৎসবে
পোশাক-আশাক ও আচরণে,
ভাষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্য ক্ষেত্রে
আদিবাসীত্ব তোমার ফুটে ওঠে।
আদিবাসী তুমি, আদিবাসীই থেকো
শক্ত হাতে হাল ধরো
বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে তুমি এগিয়ে চল।
বিশ্ব আদিবাসী দিবসে, বিশ্বের সকল
আদিবাসীদেরকে,
শুভেচ্ছা জানাই,
বিশ্ব আদিবাসী দিবস বলে।

গোল্লা ধর্মপল্লীতে পবিত্র শিশু মঙ্গল সেমিনার-২০২৪ খ্রিস্টবর্ষ

বৃষ্টি গমেজ: ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় শিশু মঙ্গল কমিটির সহায়তায় ও গোল্লা ধর্মপল্লীর উদ্যোগে "শিশুর মত সরল যারা, প্রার্থনার ফল পাবে তারা"- এই মূলসুরের আলোকে বিগত ২ আগস্ট ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার গোল্লা ধর্মপল্লীতে, শিশু ও এনিমেটরদের নিয়ে শিশুমঙ্গল সেমিনার আয়োজন করা হয়। সেমিনারের শুরুতেই ছিল পবিত্র খ্রিস্টযাগ। উল্লেখ্য একই দিনে গোল্লা ধর্মপল্লীতে ধর্মপ্রদেশীয় যাজকদের প্রতিপালক সাধু জন মেরী ভিয়ান্নীর পর্ব পালন করা হয়। খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন ধর্মপল্লীর পালক-পুরোহিত ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া এবং তাকে সহায়তা করেন ফাদার রিগ্যান পিউস কস্তা। উপদেশে ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া সাধু জন মেরী ভিয়ান্নীর জীবনীর সাথে শিশুদের পরিচয় করিয়ে দেন এবং শিশুদেরকে আদর্শবান হয়ে জীবন যাপনের বিষয়ে অনুপ্রেরণামূলক কথা বলেন। বৃষ্টির কারণে খ্রিস্টযাগের পর আনন্দ র‍্যালি করতে না পারলেও এর পরিবর্তে এনিমেটরগণ শিশুদের নিয়ে এ্যাকশন সং করেন। প্রথমে ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন। এরপর সেমিনারীয়ান অমিত গমেজ মাল্টিমিডিয়ার সাহায্যে শিশুদের দৈহিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক এই তিনটি দিকে বেড়ে উঠার বিষয়ে সহভাগিতা করেন ও ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করেন।

এরপর সিস্টার মেরী সুধা এসএমআরএ শিশুদের সাথে (এ্যাকশন সং) নাচ-গান করেন এবং সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। শিশুদের বিনোদনের জন্য শ্রেণীভিত্তিক বিশেষ খেলাধূলার আয়োজন করা হয়। এনিমেটরদের জন্যেও খেলাধূলার আয়োজন করা হয়েছিল। খেলাধুলা শেষে সকলের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এরপর ফাদার রিগ্যান কস্তা সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। মধ্যাহ্ন ভোজন মধ্য দিয়ে সেমিনারের সমাপ্তি ঘটে। সেমিনারে ৭০ জন শিশু, ৩০ জন এনিমেটর, ১০ জন অভিভাবক, ৬ জন সিস্টার, ১ জন সেমিনারীয়ান ও ২ জন ফাদার অংশগ্রহণ করেন। শিশুমঙ্গল সেমিনার সার্থক করার জন্য ধর্মপল্লীর ফাদার, সিস্টার ও এনিমেটরগণ সর্বাত্মক সাহায্য সহযোগিতা করেন।

বানিয়ারচর ধর্মপল্লীতে প্রার্থনা বর্ষ উদ্বোধন

সিস্টার সিসিলিয়া পুষ্প ক্রুশ এলএইচসি: ২০২৫ খ্রিস্ট জয়ন্তীবর্ষ'র প্রস্তুতি উপলক্ষে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস ২০২৪ খ্রিস্টবর্ষকে 'প্রার্থনা বর্ষ' রূপে ঘোষণা করেছেন। পুণ্য পিতার ঘোষণা অনুসারে গত ২৮ জুলাই, ২০২৪ খ্রিস্টবর্ষে বরিশাল ধর্মপ্রদেশের পরিবার ও জীবন বিষয়ক কমিশনের সহযোগিতায় বানিয়ারচর ধর্মপল্লীতে ১২৫ জন অংশগ্রহণকারী নিয়ে দিন ব্যাপি একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

রবিবাসরীয় খ্রিস্টযাগসহ জুবিলী বর্ষের তাৎপর্য ও গুরুত্ব, মণ্ডলীর শিক্ষা এবং (Dicastery for Evangelization) কর্তৃক প্রকাশিত 'প্রভু, আমাদের প্রার্থনা করতে শেখান' *(লুক ১১:১)* এর বিষয় বস্তু, নির্দেশনা ও প্রস্তাবনা সমূহ ব্যাখ্যা করেন ফাদার ডেভিড ঘরামী। রবিবাসরীয় খ্রিস্টযাগে ধর্মপল্লীর উপ-কেন্দ্রসমূহ ও কেন্দ্র থেকে প্রায় ৩৫০ খ্রিস্টভক্ত উপস্থিত ছিলেন।

খ্রিস্টযাগের পরেই "প্রার্থনা বর্ষ" এর লগো উন্মোচন করা হয়। লগো উন্মোচনে উপস্থিত ছিলেন ফাদার এলিয়াস মন্ডল, এসএমআরএ সিষ্টারগণ, সেমিনারীয়ান অলক অলিভার বিশ্বাস, সেমিনারীয়ান জয় ইগ্নাসিয়াস হাজরা এবং পরিবার ও জীবন বিষয়ক কমিশনের সদস্যগণ।

দ্বিতীয় অধিবেশনে সিষ্টার পুষ্প ক্রুশ এলএইচসি, 'সন্তানদের প্রতি পিতা-মাতাদের অবস্থান ও করণীয়' বিষয় নিয়ে সহভাগিতা করেন। সেমিনারে বানিয়ারচর ধর্মপল্লীর পালকীয় পরিষদের সদস্যগণ, গ্রাম কমিটির সদস্যগণসহ বিভিন্ন উপ-কেন্দ্রসহ ধর্মপল্লীর বিভিন্ন উপ-কমিটির সদস্য-সদস্যাগণ উপস্থিত ছিলেন।

মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে বারাকা পরপর তিন বছর পুরস্কৃত

আন্তনী প্রিন্স গমেজ: বাংলাদেশে মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে দৃষ্টান্তমূলক কার্যক্রম পরিচালনার স্বীকৃতিস্বরূপ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক "বাংলাদেশ মাদকাসক্ত চিকিৎসা সহায়তা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র (বারাকা)" ৩০-৬০ বেড ক্যাটাগরীতে সেরা প্রতিষ্ঠান হিসাবে ২য় পুরস্কারে

ভূষিত হয়। ১৪ জুলাই ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস-২০২৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ঢাকায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর জাতীয় নাট্যশালার মূল হলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ঐ সময়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন, এমপির কাছ থেকে পুরস্কার ও ক্রেষ্ট গ্রহণ করেন বারাকার পরিচালক ব্রাদার নির্মল ফ্রান্সিস গমেজ সিএসসি।

উল্লেখ্য বারাকা পরপর তিনবছর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দে-২য়, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে-১ম এবং ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে-২য় পুরস্কারে ভূষিত হয়।

ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সমাজ বিষয়ক কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিবেদক: গত ২৭ জুলাই ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ শনিবার, সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ারের গির্জা, গোল্লা ধর্মপল্লীতে অর্ধদিনব্যপী ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সমাজ বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সমাজ দলের পক্ষে ফাদার আলবিন গমেজ, ফাদার প্রলয় আগষ্টিন ক্রুজ ও সিস্টার মেরী বেনেডিক্টা এসএমআরএ সহ গোল্লা ধর্মপল্লীর ফাদারদ্বয়, সিস্টারগণ, সেমিনারিয়ান ও ২০টি ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সমাজদলের পরিচালক ও নেতৃগণসহ সর্বমোট ৯৫ জন এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। শুরুতেই প্রার্থনার পর স্বাগত বক্তব্য রাখেন ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া, পাল-পুরোহিত, গোল্লা ধর্মপল্লী। ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সমাজ দলের পক্ষে ফাদার আলবিন গমেজ, ফাদার প্রলয় ক্রুজ ও সিস্টার বেনেডিক্টা এমএমআরএ সহভাগিতা করেন। সহভাগিতায় ক্ষুদ্র খ্রিষ্টীয় সমাজের বিষয়ে আরো বিশদ ধারণা প্রদান করা হয়, চারটি বৈশিষ্ট্য ও বিভিন্ন ধরণের মণ্ডলী যেমন অংশগ্রহণকারী মণ্ডলী, সরবরাহকারী মণ্ডলী সম্পর্কে এবং সপ্তধাপ পদ্ধতিতে বাণী সহভাগিতার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। এই কর্মশালায় সকলেই সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং বাণী সহভাগিতা ও অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে প্রতিটি ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সমাজকে প্রাণবন্ত, গতিশীল ও ফলপ্রসূ করার অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। দুপুরে একসাথে খাবার গ্রহণের মধ্য দিয়ে কর্মশালা সম্পন্ন করা হয়।

থাইল্যাণ্ডে মানবাধিকার ও ন্যায্যতা বিষয়ক সক্ষমতা বৃদ্ধি কর্মশালা

প্রবাসের সংবাদ

ফাদার সাগর কোড়াইয়া: থাইল্যাণ্ডের চিয়াংমাই ধর্মপ্রদেশের চমথং এর আন্তর্জাতিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে (আইওয়াইটিসি) মানবাধিকার ও ন্যায়বিচার বিষয়ক সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, মিয়ানমার, লাওস, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপিন্স ও স্বাগতিক থাইল্যাণ্ড থেকে ফাদার, সিস্টার ও যুবক-যুবতীসহ ৪৩ জন অংশগ্রহণ করেন। কারিতাস থাইল্যাণ্ডের ন্যায় ও শান্তি কমিশনের উদ্যোগে ও কারিতাস অস্ট্রেলিয়ার অর্থায়নে ২৩-৩১ জুলাই কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়।

উদ্বোধনী খ্রিস্টযাগের উপদেশে চমথং ধর্মপল্লীর ফাদার মাইকেল মংকন বলেন, 'আপনারা এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন দেশ থেকে এখানে একত্রিত হয়েছেন। আপনাদের লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি, সমাজ ও মণ্ডলীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। আর যিশুখ্রিস্ট সেই কাজের দায়িত্ব আমাদের সবাইকে দীক্ষাস্নানের মধ্য দিয়ে প্রদান করেছেন'। থাইল্যাণ্ডের আদিবাসীদের মানবাধিকার, ন্যায্যতা ও শান্তি বিষয়ে ড. প্রাসারদ ত্রাকার্ণসুফাকর্ণ সহভাগিতা করেন। তিনি বলেন, থাইল্যাণ্ডের আদিবাসীরা স্রোতের সাথে মিশে যেতে সক্ষম হয়েছে। তবে তারা তাদের কৃষ্টিগত সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ঠিকই অনুশীলন করে। আর এই দেশের সরকারও আদিবাসীদের সহযোগিতায় ব্যাপক কাজ করছেন।

কর্মশালার একটি অংশ ছিলো তিনদিনে তিনটি গ্রামের আদিবাসীদের জীবনব্যবস্থা অভিজ্ঞতা করা। প্রথমদিন দই সাং নামক আদিবাসী গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়। এই আদিবাসীরা পাহাড়ের ওপরে বাস করে। দ্বিতীয় দিন খুন ত্যাই গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে বারোশত ফুট উচ্চতায় পাহাড়ের কোল ঘেঁষে ছবির মতো বাড়িগুলোর অবস্থান। এই গ্রামে বৌদ্ধ, খ্রিস্টান এবং ঐতিহ্যগত বিশ্বাসে বিশ্বাসী জনগণের বসবাস।

তৃতীয় দিন বান ফা মন নামক একটি পাহাড়বেষ্টিত গ্রামে যাওয়ার সুযোগ হয়। শ্রীলঙ্কা থেকে অংশগ্রহণকারী লুসি বলেন, মানবাধিকার ও ন্যায্যতা বিষয়ক এই ধরণের প্রশিক্ষণ আমাদের এশিয়া মহাদেশের জনগণের মানবাধিকার সমন্ধে জানতে আরো বেশি সহায়তা করে। ইন্দোনেশিয়া থেকে আগত সিপ্রিয়ানুস লিলিক বলেন, সত্যিই এই প্রশিক্ষণ আমাদেরকে মানবাধিকার ও ন্যায্যতা বিষয়ে ভাবতে শিক্ষা দিয়েছে। এশিয়া মহাদেশের প্রেক্ষিতে অনেক দেশেই মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। তাদের পাশে সহানুভূতি নিয়ে দাঁড়ানো পুণ্যপিতা ফ্রান্সিসের শিক্ষাকেই বাস্তবায়িত করবে।

"তুমি রবে নীরবে.....হৃদয়ে মম"

প্রয়াত সিস্টার শিশিলিয়া কস্তা এসএসএমআই

মানুষ মরণশীল। জন্ম-মৃত্যু স্বয়ং ঈশ্বরের হাতে। আমরা কারো মৃত্যুশোকে ব্যথিত হই এটা যেমন সত্য ঠিক তেমনি অনন্ত জীবন লাভে যিনি ঈশ্বরের কাছে চিরনিদ্রায় শায়িত হোন তাদের জীবন, কাজ প্রতিটি ব্যক্তিসত্বার অন্তরাত্মায় চির স্মরনীয় হয়ে থাকে। সেই মুহূর্তগুলো আমরা কিন্তু ভুলতে পারি না। হ্যাঁ, সেই ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা থেকে শ্রদ্ধাভরে বলতে চাই মহান ব্যক্তিত্ব সালেসিয়ান সিস্টারস্ অফ মেরী ইম্মাকুলেট সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধেয়া সিস্টার শিশিলিয়া কস্তা যিনি সালেসিয়ান বাংলাদেশ প্রভিন্সের প্রথম চারজন বাংলাদেশী ভগ্নীদের মধ্যে একজন; যিনি ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে প্রথম ব্রত গ্রহণের মধ্য দিয়ে বাংলার মাটিতে সালেসিয়ান আধ্যাত্মিকতার বীজ বপন করেছেন এবং আমাদের জন্য আদর্শ হয়ে জীবন যাপন করেছেন ।

সে চারজন ভগ্নীদের মধ্যে ২য় জন শ্রদ্ধেয়া সিস্টার শিশিলিয়া কস্তা ৯ জুলাই এসএসএমআই ভোর ৫:৩০ মিনিট ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সিস্টার শিশিলিয়া কস্তা এসএসএমআই তেমনি একজন ব্যক্তিত্ব যিনি যিশুকে ভালবেসে সালেসিয়ান পরিবারে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৬০ খ্রিঃ ৩ নভেম্বর সিস্টার শিশিলিয়া কস্তা ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের বারমারী হাসপাতালে কাজ করার জন্য যান এবং সেখানেই তিনি সালেসিয়ান সিস্টারদের প্রথম সংস্পর্শ পান। প্রথম সাক্ষাতে তিনি তাদের আন্তরিকতা, আদর, স্নেহ-ভালবাসায় উৎসাহ এবং নতুন চেতনা লাভ করে সালেসিয়ান সংঘে যোগদান করেন। ৮ মে ১৯৬৬ খ্রিঃ প্রথম ব্রত গ্রহণ করেন এবং ঢাকা হলি ফ্যামিলী হাসপাতালে ধাত্রী প্রশিক্ষণ লাভ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে পুনরায় বারমারী হাসপাতালে কাজ করেন। ১৯৬৮ খ্রিঃ তিনি এক বছর ভালুকাপাড়া ডিসপেন্সারীতে ও ১৯৭১ খ্রিঃ বারমারী হাসপাতালে ফিরে গিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে নিহত মুক্তিযোদ্ধা সিস্টার ইম্মানুয়েল এর মৃত্যুর প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন।

প্রিয় সিস্টার শিশিলিয়া কস্তা, এসএসএমআই বাংলাদেশ প্রভিন্সিসের বিভিন্ন কনভেন্টে যেমন; ময়মনসিংহ, বিড়ইডাকুনি, বারমারী, ভালুকাপাড়াতে তার সেবা দায়িত্ব পালকীয় কাজ সুন্দরভাবে পালন করেছেন।

১৯৯১ খ্রিঃ তিনি নলুয়াকুঁড়ি উপধর্মপল্লীতে জেভিরিয়ান নমস্য ফাদার তনিনু এর আহবানে পুরোধা হিসাবে কাজ করেন। তিনি প্রায় সুদীর্ঘ ২৭ বছর নলুয়াকুঁড়ি মিশনে সেবা কাজে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনিই প্রথম নলুয়াকুঁড়িতে নারীদের জন্য বয়স্ক শিক্ষা ও শিশুদের জন্য শিক্ষা এবং সেলাই প্রশিক্ষণকেন্দ্র, স্বাস্থ্যসেবা, হস্তশিল্প চালু করেন যা নাগফণী নামে পরিচিত। তার কাজের নিপুণতা, দক্ষতা এই ক্ষুদ্র লেখায় বর্ণণা করেও শেষ হবে না।

নলুয়াকুঁড়িতে সেবাকাজে সিস্টার শিশিলিয়া অনন্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাই তো জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সবাই সিস্টারের কাছে সম্মানিয় ব্যক্তিত্ব এবং তিনি নিজেও তাই ছিলেন। গ্রামে ঘুরে ঘুরে বয়স্ক শিক্ষাদান করতেন। প্রতিটি মানুষ এখনো তাকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। তাইতো তার মৃত্যুতে মানুষের হৃদয় ব্যথিত হয়েছে। মৃত্যুর আগে ৫/৬ টি বছর তিনি শয্যাশায়ী হয়েও প্রভুর প্রতি বিশ্বাসে অটল ছিলেন এবং সবসময় হাতে রোজারি মালা রাখতেন ও প্রার্থনা করতেন। মানুষের সাথে যোগাযোগেও ছিলেন খুবই আন্তরিক ।

আমরা সিস্টার শিশিলিয়ার আত্মার চিরশান্তির জন্য প্রার্থনা করি। তার রেখে যাওয়া কাজ হবে আমাদের অনুপ্রেরণা। প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি আমরা সালেসিয়ান সিস্টারস অফ মেরী ইম্মাকুলেট সম্প্রদায় যেন সবসময় প্রভুর ভালবাসা ও আদর্শে সামনে এগিয়ে যেতে পারি। সাধু ফ্রান্সিস দ্য সেলের আধ্যাত্মিকতা যেন আজীবন ধরে রেখে প্রভুর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে কাজ করে যেতে পারি। প্রভু আমাদের সেই অনুগ্রহ দান করুন।

- সিস্টার মিতা গ্লোরিয়া রোজারিও, এসএসএমআই

বিজ্ঞ/১৭৭/২৪

তুমি আছ তুমি থাকবে মোদের হৃদয় মাঝে

ওগো মহাপ্রাণ তোমারে প্রণাম করি
পুণ্য ত্যাগের পুষ্পাঞ্জলি ছড়ালে বিশ্ব ভরি তোমারে প্রণাম করি।

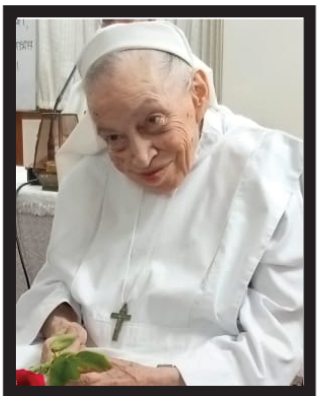

সিস্টার ক্লোডি, এসএসএমআই

মৃত্যু কথাটি শুনলেই আমাদের ভিন্নধর্মী অনুভূতি জাগে। প্রতিটি মৃত ব্যক্তি নিথর দেহ হলেও আমরা কিন্তু তাকে ভুলে যাই না। মৃত্যুর পর তাই আমরা মৃত ব্যক্তির জীবন ও কাজ স্মরণ করি।

স্মরণ করি তেমনই এক ব্যক্তিত্ব প্রয়াত সিস্টার ক্লোডি, এসএসএমআই-কে যিনি ছিলেন সালেসিয়ান সিস্টারস্ অফ মেরী ইম্মাকুলেট সম্প্রদায়ের ফ্রান্স মিশনারীদের মধ্যে সর্বশেষ মিশনারী। এই মহা ত্যাগী সিস্টার ক্লোডি ৬০ বছর আগে প্রথম ব্রত গ্রহণ করেই বাংলাদেশে মিশনারী হিসেবে আসেন এবং খুবই বিনম্র ও বিশ্বস্ত সেবিকা হিসেবে নানাবিধ কাজের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর ও মানুষের সেবা করেছেন।

১৯৩৪ খ্রিঃ ৮ সেপ্টেম্বর ফ্রান্সের জিমাজি নামক জায়গায় মিঃ রদে জুলিয়া ও মিসেস বুলে জেরম্যান এর কোল জুড়ে পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন। তিন বোনের মধ্যে সিস্টার ছিলেন দ্বিতীয়। পারিবারিক স্নেহ-ভালবাসায় তাদের পরিবার খুব ভালো কাটছিল:। কিন্তু খুব বেশিদিন এই সুখ সইলো না। কারণ খুব অল্প বয়সে তার বাবা ফরাসী সরকারের আদেশে দেশের অন্যান্য পুরুষ সন্তানদের মতো জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে বাধ্য হন। জার্মানী সৈন্যগণ অনেক ফরাসী যোদ্ধাদের বন্দী করে জার্মানীতে নিয়ে যায়। তাদের মধ্যে তার বাবাও ছিলেন। মা দিশেহারা হয়ে যান তিন সন্তানকে নিয়ে। বহুকষ্টের মাঝেও মা সন্তানদের সুশিক্ষা ও মূল্যবোধে বেড়ে উঠতে সাহায্য করেন। লেখাপড়ার স্বার্থে সিস্টার মাকে ছেড়ে সিস্টারদের হোষ্টেলে আসেন। আর সেখানেই তিনি ঐশ আহ্বান উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়ে ইচ্ছা প্রকাশ করেন সংঘে যোগদানের। কিন্তু সংঘ প্রধান তাদের নিজস্ব হোষ্টেলের মেয়ে বলে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। বুকে চাপাকষ্ট নিয়ে তিনি জীবনবৃত্তি হিসেবে বেছে নেন পোষ্ট অফিসে কাজ করা। কাজের সময়ে দৈবক্রমে একদিন বেলিম স্কুল এ সিস্টার মারী সফি এসএসএমআই যিনি কমিউনিস্ট নির্যাতনের শিকার হয়ে চীন থেকে বিতাড়িত হয়েছেন, তার মিশনারী কাজের হৃদয়বিদারক সহভাগিতা শুনে হঠাৎ অন্য এক অনুভূতি কাজ করে। তিনি তার অন্তরে গভীরভাবে ঈশ্বরের ডাক শুনতে পান। সংঘের নির্ধারিত গঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৬৩ খ্রিঃ তিনি প্রথম ব্রত উচ্চারণ করেন এবং তারপরই বাংলার উদ্দেশ্যে মার্সাই বন্দর থেকে জাহাজে চড়েনই এবং পরে বোম্বে , কলম্বো হয়ে চট্টগ্রাম ও তারপর রেলগাড়ীতে চড়ে প্রিয় গন্তব্য ময়মনসিংহ হলি ফ্যামেলী কনভেন্টে আসেন।

মিশনারী হিসেবে তিনি ময়মনসিংহ, বারমারী এবং ঢাকায় সেবাদান করেছেন। বাংলাদেশে আসার পর থেকে তিনি স্কুলে শিক্ষকতা, হোষ্টেলে মেয়েদের দেখাশোনা, শিক্ষা নভিসদের ইংরেজী শিক্ষাদান ইত্যাদি কাজে আত্মনিবেদিত ছিলেন। তাছাড়া প্রভিন্সের স্পনসর প্রোগ্রামের মাধ্যমে ঢাকা ও ময়মনসিংহ এলাকার বিভিন্ন ধর্মপল্লীর অনাথ, এতিম ও অভাবী ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা ও গঠনের কাজে সহযোগিতা করেছেন। প্রতিটি স্পনসর ছেলেমেয়েদের ধর্মপিতামাতাদের জন্য চিঠি লেখা, ড্রইং করানো, রিপোর্ট লেখা, ছবি পাঠানো ইত্যাদি অত্যন্ত বিশ্বস্থতার সাথে করেছেন। শুধু তাই নয় , প্রভিন্সের সকল হিসাব নিকাস তিনিই করেছেন। এসমস্ত কাজে খুবই দক্ষ ছিলেন তিনি, কখনো হিসাব-নিকাসে ভুল করেননি। সত্যি বলতে ৮৯ বছর বয়সে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত নিজের কাজ নিজে করেছেন।

প্রার্থনার প্রতি খুবই বিশ্বস্থ ছিলেন তিনি। ঝড়-বৃষ্টিও প্রার্থনার জীবন থেকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। তার প্রার্থনাময় সাধারণ জীবনযাপন আমাদের অণুপ্রেরণা। হাসি- খুশী মনের মানুষ ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ সালেসিয়ান পরিবারের একজন মহান ব্যক্তিত্ব, যাকে হারিয়ে আমরা ব্যথিত। যিনি ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ খ্রিঃ আমাদের ছেড়ে অনন্তধামে বিরাজ করছেন। আমরা সিস্টারের আত্মার চিরশান্তি কামনা করছি।

ওপাড়ে ভালো থেকো, দেখো মোদের চেয়ে
আশিষদানে ধন্য করো সকল ভগ্নীগণে,
তুমি ছিলে, তুমি থাকবে মোদের হৃদয় মনে
থাকবে চিরস্মরণীয় হয়ে

- সিস্টার মিতা গ্লোরিয়া রোজারিও এস. এস. এম. আই

বর্ষ ৮৪ ❖ সংখ্যা - ২৮
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 28
Regd. No. DA-33
❖ 11 - 17 August, 2024, ২৭ - ২ ভাদ্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

সুবর্ণ সুযোগ ! সুবর্ণ সুযোগ !! সুবর্ণ সুযোগ !!!

বড়দিন উপলক্ষে টেলিভিশনে সম্প্রচারের জন্য স্ক্রিপ্ট আহ্বান

- আপনি কি লেখালেখি করেন?
- আপনি কি নাটক লেখেন?
- আপনি কি আসন্ন বড়দিনে টেলিভিশনে সম্প্রচারের জন্য স্ক্রিপ্ট লিখতে আগ্রহী?
- তাহলে আজই লিখতে শুরু করুন। স্ক্রিপ্টে থাকবে বিশ্বাস-প্রত্যাশা, মিলন-আনন্দসহ খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন নাটক। নাট্যাংশে থাকবে যিশুর জন্ম-কাহিনী।
- আরও থাকবে : নাচ, গান, বাণী।

স্ক্রিপ্ট আগামী ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ অথবা তার পূর্বে নিম্ন ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে। কমিটি কর্তৃক বাছাইকৃত শ্রেষ্ঠ স্ক্রিপ্টটি নিয়ে কাজ করা হবে। স্ক্রিপ্ট সংযোজন, বিয়োজন বা বাতিল করার পূর্ণ ক্ষমতা কর্তৃপক্ষের থাকবে।

পরিচালক

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫
E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com**

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র
বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

করে না থাকলে এখনই পরিশোধ করুন।
আকর্ষনীয় সংখ্যাগুলো পেতে নিয়মিত চাঁদা পরিশোধ জরুরী।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৪০০ টাকা

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের বিভিন্ন সেক্টরের অনলাইন সম্পৃক্ততা

Website: www.pratibeshi.org

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
weekly.pratibeshi.org
weeklypratibeshi

বাণীদিপ্তী
BanideeptiMedia

রেডিও ভেরিতাস এশিয়া বাংলা সার্ভিস
varitasbangla

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org